AIMA

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:08 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২০ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ● ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ ● ২৮ পৌষ ১৪২৯ ● শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

বিশেষ আলোচনাসভা আইমা সুপ্রিমোর

বাংলায় আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচির আয়োজন করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব। সেইসঙ্গে চলছে বুথস্তরে সংগঠনকে মজবুত করার কাজ। সম্প্রতি কাঞ্চনপুরের ৮৭ ও ৮৮ নম্বর বুথে তেমনই এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল আইমার পক্ষ থেকে। সেখানকার যুবকদেরকে নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের উপস্থিতিতে।

▸▸ বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

মুসলিমে-মুসলিমে যুদ্ধ লাগাচ্ছে তৃণমূল

যুব সম্মেলনে গর্জে উঠলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরের শুরুর দিকেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার ইঙ্গিত দিয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ফলে যে কোনও মুহূর্তেই পঞ্চায়েত ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যেতে পারে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকেই পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে আইমা। অর্থাৎ পঞ্চায়েত ভোটের মধ্যে দিয়েই রাজনীতির ময়দানে অভিষেক ঘটতে চলেছে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের। এর আগেও একাধিকবার ভোটের ময়দানে লড়তে চেয়েও পিছিয়ে এসেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তার পিছনে অবশ্য বেশ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল বলে জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। তবে এবার তেমন কোনও ব্যাপার নেই বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি। ফলে রাজনীতির ময়দানে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে জোর টক্কর দেবেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা, এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

গত ২৬ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটার

সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম পর্যায়ের জেলা যুব সম্মেলন। এবার দ্বিতীয় পর্বের যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এই জেলারই কোলাঘাটের রবীন্দ্র পেক্ষাগৃহে। প্রথম পর্বে ছিল হলদিয়া, মহিষাদল এবং নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্রের যুবকদের নিয়ে সম্মেলন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে কোলাঘাট ব্লক, শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক ও তমলুক পৌর এলাকার যুবকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। স্বভাবতই দ্বিতীয় পর্বের সম্মেলনেও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

এদিকে যুব সম্মেলনের দ্বিতীয় ধাপে তৃণমূল কংগ্রেসকে একপ্রকার তুলোধোনা করলেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। বিজেপির সঙ্গে তাদের গোপন আঁতাত নিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায় রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করেন তিনি। পাশাপাশি মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানকে লড়িয়ে দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। মানুষকে বোকা বানিয়ে, ভুল বুঝিয়ে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন আইমা সুপ্রিমো।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

তৃণমূলে অনাস্থা!
পাঁশকুড়ায় বিক্ষোভের মুখে কুণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারের পর কেটে গিয়েছে অনেকদিন। নতুন করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে তিনি ভাঙন ধরাতে সক্ষম হবেন কি না সেকথা সময়ই বলবে। তবে এবার জন সংযোগ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি। এমনকী গ্রামবাসীদের মুখ থেকে ভোট বয়কটের হুমকিও শুনতে হল কুণালকে। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের ধনঞ্জয়পুর গ্রামে জনসংযোগে গিয়েছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সেখানেই গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। পাঁশকুড়ার মঙ্গলদারি থেকে গোবিন্দনগর পর্যন্ত মোরগ্রামের প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সেই রাস্তা দিয়েই নিত্য যাতায়াত করতে হয় ধনঞ্জয়পুর গ্রামের অধিবাসীদের। রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে প্রশাসন সহ শাসকদলের নেতাদের কাছে বহুবার দরবার করেও কোনও কাজ হয়নি। তাই এবার কুণাল ঘোষকে সামনে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়ে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে যাতায়াত, প্রসূতি মায়েদের নিয়ে যাওয়া, দৈনন্দিন চলাচলে এই রাস্তাই গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু বেহাল এই রাস্তার কবলে পড়ে গ্রামবাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাছাড়া যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেও অভিযোগ তাঁদের। বিক্ষোভের মুখে পড়ে অবশ্য উল্টো সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূল মুখপাত্রের গলায়।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায় তাঁর

উত্তরাখণ্ডে যোশীমঠের ভূমিধস ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফাটল দেখা দেওয়ার পরে অনিরাপদ হোটেল এবং বাড়িগুলি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন মহিলারা।

ওরিও বিস্কুটে শূকরের মাংস!
সংশয়ে উপমহাদেশের মুসলিমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ওরিও বিস্কুট নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠল মধ্যপ্রাচ্য। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওরিও বিস্কুট সংক্রান্ত একটি খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে জনপ্রিয় এই বিস্কুটে অ্যালকোহল ও শূকরের মাংস আছে। যদিও সেসব অভিযোগ নস্যাৎ করেছে ওরিও প্রস্তুতকারী আমেরিকাভিত্তিক মনডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিটির মালিক পক্ষ। তারা জানিয়েছে, উত্তর আফ্রিকার মুসলিমপ্রধান দেশগুলো ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য এবং পাকিস্তানে তাদের কোম্পানি যে বিস্কুট তৈরি করে সে সব বিস্কুটে অ্যালকোহল, শূকরের মাংস বা চর্বি জাতীয় কোনও দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়া বাহরাইন এবং সৌদি আরবে কোম্পানির নিজস্ব কারখানা রয়েছে। এমনকী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হালাল সার্টিফিকেট নেওয়া হয় বলেও কোম্পানির দাবি। যদিও তাতে বিতর্ক থামছে না। প্রশ্ন উঠছে ভারতবর্ষের মতো দেশ, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম, সেখানেও কি কোম্পানি হালাল রুলস মেনে চলছে? যদি তা না হয়, তাহলে কোম্পানির

বিবৃতিতে ভারতের মুসলমানদের কথা উল্লেখ হল না কেন? এর বাইরেও বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, সিঙ্গাপুরের মুসলমানদের কথা তারা কি ভেবেছে?

আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন-সহ অন্যান্য খ্রিস্টান প্রধান দেশে মদ ও শূকরের মাংস মেশানো ওরিও বিস্কুটের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। সেখানে কোম্পানিকে হালাল সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য বা উত্তর আফ্রিকার দেশ সহ পাকিস্তানের মুসলিমদের জন্য পর্ক ও অ্যালকোহলমুক্ত বিস্কুট তৈরি করে কোম্পানি। আর এখানেই সংশয় তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের মুসলিমরা বুঝতে পারছেন না, তাঁরা যে ওরিও বিস্কুট খাচ্ছেন তা আদৌ মদ বা শূকরের মাংস থেকে মুক্ত কি না। ওরিও বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থা মনডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিও বিষয়টি খোলসা করেনি। ফলে ভারত, বাংলাদেশ-সহ বাকি বিশ্বের মুসলিমরা পড়েছেন দোটানায়। প্রশ্ন উঠছে, যদি এইসব দেশের মুসলিমদের পর্ক ও অ্যালকোহল মেশানো বিস্কুট খাওয়ানো হয় তাহলে তাহলে সেটা স্বীকার করছে না কেন তারা? কেন এই দ্বিচারিতা? এদের কি মুসলমান বলে ভাবতে অসুবিধা আছে কোম্পানির? যদিও তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে কোম্পানি জানিয়েছে, যে কোনও দেশে বিস্কুট তৈরির সময় সে দেশের মানুষের ধর্ম এবং মনোভাবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের এই আশ্বাসেও চিড়ে ভিজছে না। ফলে এই বিতর্কের পর ভারত-বাংলাদেশের মুসলিমরা নতুন করে আদৌ ওরিও বিস্কুট খাবেন কি না সেটাই এখন দেখার।

এক ঝলকে

বিশ্বের প্রথম রোবট আইনজীবী!

● মানুষের হয়ে এবার আদালতে মামলা লড়বে রোবট। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও আগামী মাসেই এটা ঘটতে চলেছে বলে দাবি একটি রিপোর্টে! সেখান থেকে আরও জানা গিয়েছে যে, মূলত এই রোবট আইনজীবী আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই দ্বারা চালিত। ফেব্রুয়ারিতে ট্রাফিক টিকিট সংক্রান্ত বিষয়ে এক মক্কেলের হয়ে আদালতে সওয়াল-জবাব করবে বিশ্বের প্রথম রোবট আইনজীবী। এই এআই রোবটটি তৈরি করা হয়েছে 'ডুনটপে' নামে একটি স্টার্ট-আপের তরফে। জানা গিয়েছে, এটি চলবে স্মার্টফোনেই।

▸▸ বিস্তারিত ২-এর পাতায়

মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েও বাড়ি ছাড়তে নারাজ

● প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তরাখণ্ডের অন্যতম পুণ্যস্থান যোশীমঠ। তিল তিল করে বসে যাচ্ছে মাটি। চওড়া থেকে আরও চওড়া হচ্ছে রাস্তার ফাটল। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে একের পর এক হোটেল, বসতবাড়ি। কিন্তু, বাড়ি বিপজ্জনক হলেও, নিজের বাড়ি তো! তাই সেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসতে কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না যোশীমঠের বহু বাসিন্দা। টাকা দিলেও না। যার জেরে এদিনও বিপজ্জনক বিল্ডিং ভাঙার কাজ শুরু করতে পারল না প্রশাসন।

▸▸ বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

ধেয়ে আসছে বিরাট ধূমকেতু

● ৫০ হাজার বছর পরে ধেয়ে আসছে এক বিরাট ধূমকেতু। যে ধূমকেতু এবার খালি চোখে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। সম্প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন ৫০ হাজার বছর আগে বিশালাকার ধূমকেতুর পুনরাগমনের বার্তা। এই ধূমকেতু এখন ধেয়ে আসছে পৃথিবীর পাশ দিয়ে। এই ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয়েছে 'সি/২০২২ ই৩ (জেডটিএফ), উইকি ট্রানজিয়েন্ট ফ্যাসিলিটির'। এটিকে পৃথিবীর কাছে দেখা যাবে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ধূমকেতুটি। অন্ধকার রাতের আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান হতে পারে এটি।

▸▸ বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

'অন্য' সমীকরণের ইঙ্গিত ইয়েচুরির
ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহী সিপিএমও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিপুরায় বাম-কংগ্রেস জোট প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেল। এর আগে ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি জোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি দিলেন কার্যত জোট বার্তা। ফলে বাম-কংগ্রেস জোট হওয়া এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বিজেপিকে হারাতে ত্রিপুরাতেও এবার জোট রাজনীতি শুরুর অপেক্ষা।

বাংলায় আগেই বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোট বেঁধেছিল। কিন্তু তারা তাদের জোটকে সাফল্যের শিখরে তুলে ধরতে পারেনি। আশা জাগিয়েও তৃণমূলকে তারা মাত দিতে পারেনি ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে। তারপর তারা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই বাংলার পথে হেঁটেই সিপিএম ও কংগ্রেস হাত ধরছে ত্রিপুরায়। বুধবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতায় সিপিএমের কার্যালয়ে সংবাদিক বৈঠক করেন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সেই বৈঠকে ইয়েচুরি ইঙ্গিত দেন ত্রিপুরায় সিপিএম ও কংগ্রেস এক হয়ে লড়তে পারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। তিনি বলেন, বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে সবাইকে জোট বাঁধতে হবে। তিনি তাঁর কথায় বুঝিয়ে দেন, সিপিএম-কংগ্রেস বা বাম-কংগ্রেস জোটে তাঁরা চাইছেন টিপ্রামথাকেও। যাতে টিপ্রাকে রেখে এই জোট হতে পারে তার চেষ্টা করছেন তিনি। কংগ্রেসও উৎসাহী টিপ্রাকে নিয়ে জোট করতে। সীতারাম এদিন বলেন, বিজেপিতে হারাতে যা যা দরকার, সবকিছুই করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

সীতারাম এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসের হাত ধরতে তাদের কোনও আপত্তি নেই। আপত্তি নেই টিপ্রার সঙ্গে চলতেও। আর আসনরফা করেই তারা লড়তে চান। ভোটের আগে আসনরফা হবে। কংগ্রেস ও সিপিএম উভয়পক্ষই চাইছে তাঁদের জোটে টিপ্রাকে রাখতে। টিপ্রা এবার গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপুরার রাজনীতিতে। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ত্রিপুরায় নির্বাচন হওয়ার কথা। নির্বাচন কমিশন যে কোনও দিন ঘোষণা করে দিতে পারে ভোটের দিনক্ষণ। এই পরিস্থিতিতে এবার ত্রিপুরায় কংগ্রেস ও সিপিএম জোট করে লড়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে। সেই জোটে টিপ্রাকেও শামিল করার পক্ষপাতী তারা। সম্প্রতি ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি প্রতিনিধি দীপা দাশমুন্সি সিপিএমের সঙ্গে জোট করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড চাইছে বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের সঙ্গে জোট করে ত্রিপুরায় লড়াই করতে। সেই বার্তা যেমন দীপা দাশমুন্সি দিয়েছেন, সম্প্রতি কংগ্রেসে ঘরওয়াপসির পর ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান নেতা সুদীপ রায় বর্মনও তা জানিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের একাংশ দ্বিধাবিভক্ত ছিল সিপিএমের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে। কারণ এতদিন সিপিএমের সঙ্গেই তাঁদের আদর্শগত লড়াই ছিল। সিপিএম শাসনের অবসান ঘটাতে গত নির্বাচনেও তাঁরা লড়েছিলেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসের একাংশ একা লড়ার পক্ষপাতী।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

মুসলমান-হিন্দুদের একসঙ্গে চলার ডাক দিলেন সঙ্ঘ প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাফ জানিয়ে দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তবে তিনি বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন মুসলিমদের জন্য। রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, ভারত ইতিহাসের আদিকাল থেকে অবিভক্ত ছিল। মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁরা যদি আধিপত্যের উচ্ছ্বসিত বক্তব্য পরিত্যাগ করে তবে ভারতে তাঁদের কোনও ভয় নেই। এক সাক্ষাৎকারে মোহন ভাগবত এলজিবিটি সম্প্রদায়ের সমর্থনের কথা বলেন।

ভাগবত বলেন, তাঁদেরও নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিসর থাকা উচিত। সঙ্ঘকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে হবে। আমরা চাই নিজস্ব ব্যক্তিগত জায়গা থাকুক। কেননা তাঁরাও সমাজের একটি অংশ। বিশ্বজুড়ে হিন্দুদের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত আগ্রাসন সমাজে একটি জাগরণের কারণে হয়েছিল। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে সেই যুদ্ধ জারি রয়েছে। তাঁর কথায়, হিন্দু সমাজের এই লড়াই বিদেশি আগ্রাসন, বিদেশি প্রভাব এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। সঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে সমর্থন দিয়েছে হিন্দুদের। তাঁদের সমর্থনের তালিকায় অন্যরাও রয়েছে। অনেকেই এই বিষয়ে কথা বলেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ সর্বাগ্রে জেগে উঠেছে। যাঁরা অবিরত সংগ্রাম করছে, তাঁদের আক্রমণাত্মক হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভাগবত বলেন, হিন্দু আমাদের পরিচয়, আমাদের জাতীয়তা। আমাদের সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য হল আমরা সকলকে নিয়ে চলতে চাই। আমরা কখনই বলি না আমরাই সত্য, আপনারা মিথ্যা। আসুন আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাই। হিন্দুত্বের পক্ষ থেকে এই আহ্বান জানান আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, সরল সত্য হল এই হিন্দুস্তানের হিন্দুস্থানই থাকা উচিত। তাতে ভারতে বসবাসরত মুসলিমদের কোনও ক্ষতি নেই।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

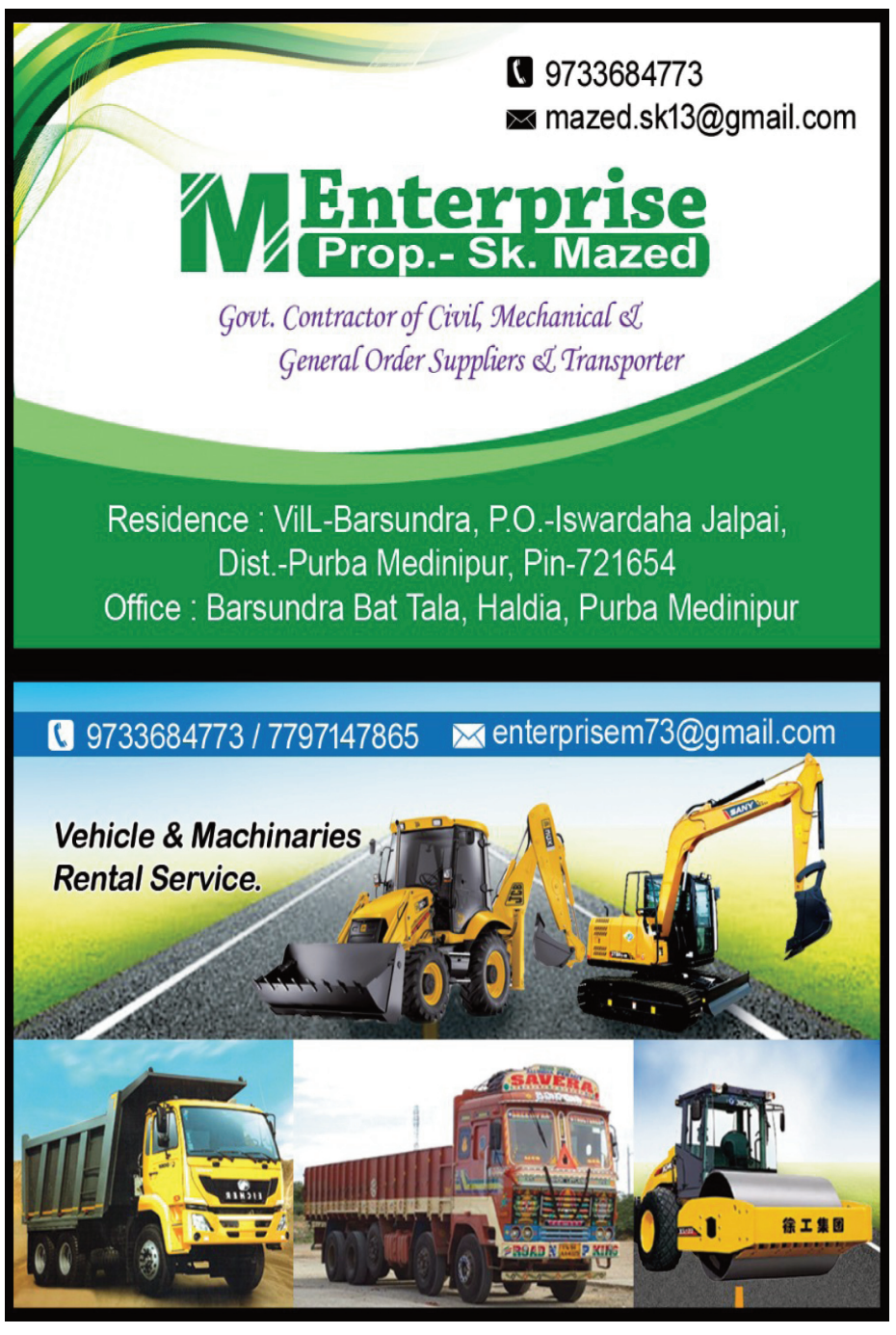

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

চার্জশিটে লেখা ‘আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ওরা’

ফাঁসি ইরানে

তেহরান: আরও ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল ইরান আদালত। সরকার-বিরোধী আন্দোলন চালানোর জন্যই আরও ৩ বিক্ষোভকারীকে সোমবার ফাঁসির সাজা ঘোষণা করল সে দেশের আদালত। এঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন ৩ নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে। ‘আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ঘোষণা করার জন্যই ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল বলে ইরান আদালতের তরফে জানানো হয়। এই নিয়ে গত ৩ মাসে ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড দিল ইরান আদালত। এই ঘটনায় এবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পোপ ফ্রান্সিসও।

জানা গিয়েছে, এদিন যে ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তারা হল, মিরহাশেমি, মাজিদ কাজেমি এবং সঈদ ইয়াগুবি। এদের চার্জশিটে লেখা রয়েছে, ‘আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ঘোষণা করেছে। সেই অপরাধেই এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। তবে এরা ফের আদালতে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে পারে।

যদিও এর আগে মেহদি কারামি এবং সঈদ মহম্মদ হোসেনি মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে পুনরায় আবেদন জানানোর পরেও রায় বদলায়নি। গত শনিবারই তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়। এছাড়া গত ডিসেম্বরে মহসেন শেকারি ও মাজিদরেজা রাহনাবার্দ নামে আরও দুই আন্দোলনকারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মাস চারেক আগে ঠিকমতো হিজাব না পরার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনিকে। তারপর ১৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ হেফাজতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই দেশজুড়ে হিজাব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। যদিও ইরান সরকার কঠোর হাতে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। পরপর বেশ কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এক আন্দোলনকারীকে প্রকাশ্যে ক্রেন থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হাজার-হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর আন্দোলনকারীরা দমে যাওয়া দূরস্ত, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার হয়।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারোর সমর্থকরা রাজধানীতে সরকারি ভবনে হামলা চালানোর প্রতিবাদে ব্রাজিলের সাওপাওলোতে গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

পাকিস্তানে আটার দাম ভারতের ৩ গুণ

পরিবারের মুখে রুটি তুলতে পদপিষ্ট নাগরিকরা

রাওয়ালপিণ্ডি: ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে পাকিস্তানের আর্থিক পরিস্থিতি। খাদ্যের অভাব কার্যত দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই দেশকে। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করাই এখন পাকিস্তানের অধিকাংশ বাসিন্দাদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানে প্রতি মন গমের দাম সে দেশে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০০ টাকা। রাওয়ালপিণ্ডিতে এক কেজি আটার দাম ১৫০ টাকা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ১৫ কেজি গমের বস্তা ২২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভর্তুকির যে আটা এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল, তার দামও আকাশ ছুঁয়েছে। ২০ কেজির বস্তার দাম বর্তমানে ৩১০০ টাকা।

একটু আটার সংস্থান করতে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত পাকিস্তানিদের। সরকার থেকে ভর্তুকিতে আটার প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু, তাও এখনও বাড়ন্ত। ফলে আটার প্যাকেট জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন পাক নাগরিকরা। দোকান থেকে আটার বস্তা আনতে গিয়ে রবিবার ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধল সিন্ধু প্রদেশে। চরম ধাক্কাধাক্কি এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। কম দামে কোনও দোকানে আটা পাওয়া যাচ্ছে শুনতে পেয়েই দৌড় লাগাচ্ছেন সকলে। আর এর জেরেই ঘটছে বিপত্তি। পাকিস্তানের ফ্লাওয়ার মিলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা বাজারে গমের দাম বর্তমানে প্রতি মন ৫৪০০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে, রাওয়ালপিণ্ডিতে নানবাই অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না হলে আটার দাম দিন দিন আরও বাড়বে। এদিকে চরম আর্থিক সংকটের জেরে বাজারে অভাব গ্যাস সিলিন্ডারের। ফলে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রান্নার গ্যাস। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই দৃশ্য। যা দেখে শিউরে উঠছে গোটা বিশ্ব। পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, প্লাস্টিক ব্যাগে গ্যাস ভরার যে ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়েছে, সেটি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের। এই প্রদেশের কারাক জেলায় ২০০৭ সাল থেকে রান্নার গ্যাস দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। গত দু'বছর ধরে গ্যাসের পাইপলাইনও খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে হাঙ্গু শহরের বাসিন্দারাও রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন না। এর মধ্যেই এই প্রদেশে প্লাস্টিক ব্যাগে রান্নার গ্যাস ভরার ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ইউক্রেনের হামলার বদলা

রাশিয়ার রকেটে ‘খতম’ জেলেনস্কির ৬০০ সেনা

মস্কো: রকেট হামলায় ৬ শতাধিক ইউক্রেন সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি রাশিয়ার। ক্রামাতোরস্ক শহরে ঘটনাটি ঘটেছে। রুশ দাবি অস্বীকার করেছে ইউক্রেন। রবিবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ক্রামতোরস্ক শহরে দুটি বাড়িতে ইউক্রেনীয় সৈন্যদের অস্থায়ী শিবির ছিল। সেখানে রকেট হামলা চালালে, ঘটনাটি ঘটে বলে দাবি করেছে তারা। যদিও ইউক্রেনীয় সেনার মৃত্যুর সত্যতা কোনও সংবাদসংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। বিশেষ সূত্রে খ বর পেয়ে ওই বাড়িতে রুশ সেনারা হামলা চালায় বলে দাবি করেছে মস্কো। ভবন দু'টির একটিতে ৬০০ এবং অন্যটিতে ৭০০-র বেশি ইউক্রেনীয় সেনা ছিলেন বলে দাবি করেছে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রক। ডনেৎস্ক অঞ্চলের মাকিভকার ব্যারাকে রুশ সেনাদের উপর ইউক্রেনীয় সেনা আক্রমণের পাল্টা হিসেবে এই হামলা বলে জানানো হয়। নতুন বছরের শুরুতেই ওই হামলায় ৮৯ জনের বেশি রুশ সেনার মৃত্যু হয়েছিল। রাশিয়ার এই দাবি অস্বীকার করেছে ইউক্রেন। ক্রামাতোরস্ক শহরের মেয়র রবিবার এক ফেসবুক বার্তায় দাবি করেছেন, রুশ আক্রমণে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে, রাশিয়ার এই দাবি সত্য হলে গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার

পর এটিই হবে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সেনাক্ষয়। প্রসঙ্গত, রাশিয়া এবং ইউক্রেনে বসবাসকারী অনেক অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা ৬ এবং ৭ জানুয়ারি ক্রিসমাস উদযাপন করে থাকেন। আর সে কথা মাথায় রেখে গত বৃহস্পতিবার ২ দিনের যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্টের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব খারিজ করে দেয় ইউক্রেন। পুতিনের এই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে ভণ্ডামি বলে কটাক্ষ করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পূর্ব ডনবাস অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য রাশিয়ার ওই কৌশল বলে জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

এক ভিডিয়ো বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইউক্রেনের দখল করা অঞ্চল থেকে রুশ সেনা সরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনও ধরনের আলোচনায় বসা হবে না, মানা হবে না যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবও। যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব খারিজের কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ইউক্রেনে হামলা চালায় রাশিয়া। রুশ বিমান হামলার কেঁপে ওঠে পূর্ব ইউক্রেনের একাংশ। ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে যায়। হামলায় একাধিক জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। উল্লেখ্য, প্রায় ১ বছর হতে চলল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। কিন্তু, যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণই নেই। বরং যত দিন গড়িয়েছে, দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধের তীব্রতা ততই বেড়েছে। রুশ বাহিনীর আক্রমণে ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে বহু অসামরিক মানুষের। এর মধ্যে রয়েছে শিশুও। ইউক্রেনের বহু মানুষই ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

আদালত কক্ষের লড়াইয়ে এবার নামছে বিশ্বের প্রথম রোবট আইনজীবী !

লন্ডন: মানুষের হয়ে এবার আদালতে মামলা লড়বে রোবট। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও আগামী মাসেই এটা ঘটতে চলেছে বলে দাবি একটি রিপোর্টে ! সেখান থেকে আরও জানা গিয়েছে যে, মূলত এই রোবট আইনজীবী আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই দ্বারা চালিত। ফেব্রুয়ারিতে ট্রাফিক টিকিট সংক্রান্ত বিষয়ে এক মক্কেলের হয়ে আদালতে সওয়াল-জবাব করবে বিশ্বের প্রথম রোবট আইনজীবী।

এই এআই রোবটটি তৈরি করা হয়েছে ‘ডুনটপে’ নামে একটি স্টার্ট-আপের তরফে। জানা গিয়েছে, এটি চলবে স্মার্টফোনেই। আর তার মাধ্যমেই রিয়েল টাইমে আদালতের সওয়াল-জবাব শুনবে। এর পর হেডফোনের মাধ্যমে নিজের মক্কেলকে আইনি পরামর্শ দেবে এই রোবট আইনজীবী।

‘ডুনটপে’ আসলে একটি আইনি পরিষেবা সংক্রান্ত চ্যাটবট। ২০১৫ সালে যা আবিষ্কার করেছিলেন জোশ্যুয়া ব্রাওডার। ওই সংস্থার দাবি, তারাই বিশ্বের প্রথম রোবট আইনজীবীকে তৈরি করেছে। অবশ্য প্রথমে একে চ্যাটবট হিসেবেই লঞ্চ করা হয়েছিল। এটি এমন গ্রাহকদের আইনি পরামর্শ প্রদান করত, যাঁরা লেট ফি কিংবা জরিমানা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন। জোশ্যুয়ার দাবি, এআই রোবটটিকে ট্রাফিক টিকিট সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে। এর শুনানি

পড়েছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে। তবে রোবট নির্মাতারা এখনও পর্যন্ত সঠিক দিন-ক্ষণ, সঠিক স্থান এবং মক্কেলের নামের বিষয়ে কিছুই জানাননি। আসলে ওই মক্কেলের বিরুদ্ধে ট্রাফিক টিকিট সংক্রান্ত মামলা করা হয়েছে। আদালতে শুনানির সময় তিনি তাঁর রোবট আইনি পরামর্শদাতার নির্দেশ অনুযায়ী নিজের বক্তব্য রাখবেন। এমনটাই দাবি করেছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকাশনী নিউ সায়েন্টিস্ট-এর রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে, আদালতে মামলার প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি শুনবে এআই রোবটটি। এর পর সেটা বিশ্লেষণ করে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে নিজের মক্কেলকে পরামর্শ দেবে সে। কিন্তু ওই মামলায় যদি হারতে হয়, তা-হলে? সেই বিষয়টাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন জোশ্যুয়া। তাঁর বক্তব্য, আদালতে রোবট আইনজীবী মামলা হারলে যে কোনও জরিমানা পরিশোধ করতে রাজি হয়েছে ‘ডুনটপে’। কিন্তু মামলা লড়তে এআই রোবটই কেন? আসলে ব্রিটেনে মামলা লড়ার জন্য এক জন আইনজীবী রাখার খরচ আকাশছোঁয়া। জোশ্যুয়ার দাবি, ট্রাফিক টিকিট সংক্রান্ত এই মামলাটি লড়ার জন্য মক্কেলের খরচ হতে পারে প্রায় ২০০ পাউন্ড থেকে ১০০০ পাউন্ড। এটা নির্ভর করবে মামলার পরিস্থিতির উপর। কিন্তু রোবট আইনজীবী মামলায় লড়লে মক্কেলের পকেটের উপর তেমন চাপ পড়বে না। ফলে জোশ্যুয়ার আশা, আগামীতে আইনজীবীর সংজ্ঞা বদলে যাবে। আইনজীবী হিসেবে কেউ থাকবেন না, বরং তাঁদের সরিয়ে জায়গা করে নেবে এআই রোবট আইনজীবী!

বিবিধ

বাংলায় সিপিএম ভালো, ত্রিপুরায় খারাপ

শুভেন্দুর ভোলবদল রাজ্য বদলাতেই

বিশেষ প্রতিনিধি: ক'দিন আগেই সিপিএমের সুখ্যাতিতে গালভরা কথা বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বামপন্থীদের সবাই খারাপ নয়, অনেক ভালো বামপন্থী রয়েছে। তাঁদের ভোটেই নন্দীগ্রামে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু ত্রিপুরায় গিয়েই তিনি ভোলবদল করলেন। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে সামনেই। সেই নির্বাচনের প্রচারের ঝড় তুলতে ত্রিপুরায় পা রেখেছিলেন বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে তিনি প্রশংসা ভুলে সিপিএমকে তুলোধনা করলেন। দুদিন আগে বলেছিলেন সব সিপিএম খারাপ নয়। আর ত্রিপুরায় গিয়ে বললেন সিপিএমের থেকে আর খারাপ দল নেই।

মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী ত্রিপুরায় গিয়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে এক হাত নেন। তিনি বলেন, বাম জমানা যে কতটা নৃশংস ছিল সেটা তাঁর মতো আর কেউ জানেন না। কারণ বামেদের সঙ্গে সামনে থেকে লড়াই করেছেন তিনি। বাংলায় সিপিএমের বীভৎসতার সঙ্গে লড়াই করেছি। শুভেন্দু বলেন, ত্রিপুরার মানুষও সিপিএমের রাজত্বে বাস করেছে, তাই সিপিএমকে ত্রিপুরার মানুষও অনেকটা চেনেন। আমি সেই সিপিএম থেকে ত্রিপুরাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। এই সিপিএমকে আপনারা একটি বুথেও মাথা তুলতে দেবেন না। মনে রাখবেন বিজেপিই একমাত্র আপনাকে ডাবল ইঞ্জিন সরকার দিতে পারে।

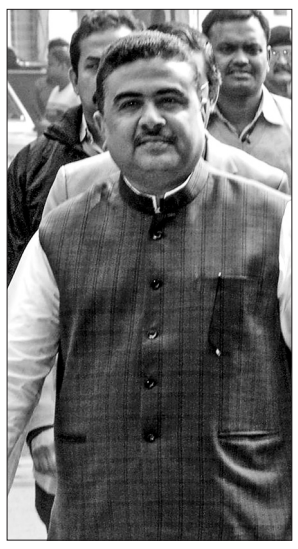

মঙ্গলবার ত্রিপুরার সিপাহী জেলায় জনবিশ্বাস যাত্রা উপলক্ষে এক জনসভায় অংশ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাংলায় নন্দীগ্রাম লড়াই লড়েছি আমি। তারপর মরিচঝাঁপি থেকে নানুর, সিঙ্গুর, নেতাই কত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তা নিজের সামনে দেখেছি। তাই বলছি সিপিএমকে আর সুযোগ দেবেন না। সুযোগ দেবেন না, সিপিএমের সঙ্গে হাত মেলানো কংগ্রেসকেও।

শুভেন্দু বলেন ১৯৮৮ সাল থেকে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। দেখেছি বামেদের ভয়ঙ্কর চেহারা। ত্রিপুরার মানুষও সেই কালো দিন দেখেছে। তাহলে কি আপনারা আবার চাইবেন সেদিন ফিরিয়ে আনতে। সিপিএম নিজের দল ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা কাউকে চেনে না। তাই ওরা মানুষের কাছ থেকে সরে গিয়েছে। সিপিএম এখন গর্তে গিয়ে লুকিয়েছে বলে বিদ্রুপ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, এখানে বামেদের শাসনের পরিবর্তন করেছেন আপনারা। আর ভুলেও তাঁদের ফিরিয়ে আনবেন না। সিপিএমকে বিসর্জন দিয়েছেন। এবার আবার তাঁরা হাত ধরে ফিরে আসতে চাইছে। সেই সুবিধাবাদী জোটকে বর্জন করুন। পশ্চিমবঙ্গে জোট করে দুই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, এবার ত্রিপুরাতেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

মুসলিমে-মুসলিমে যুদ্ধ লাগাচ্ছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ‘‘আজকে আমরা কেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছি তার একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে মুসলমানদের পিছন থেকে ছুরি মারছে সেটা এখনও বুঝতে পারছে না এই জাতি। বিজেপির ভয় দেখিয়ে এই সম্প্রদায়কে কাবু করে রেখেছে তারা। কয়েকজন নামধারী মুসলিম নেতাকে দিয়েই নিজেদের জাতিকে দমিয়ে রেখেছে চতুর তৃণমূল। ফলে মুসলমানরা তাদের দাবি আদায়ে সোচ্চার নয়, বরং এই সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণের জন্যই তারা বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।’’ তাই যুব সমাজের প্রতিনিধিদের এগিয়ে এসে রাজনীতির হাল ধরার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

এদিনের যুব সম্মেলনে ভাইজানের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, হলদিয়া ব্লকের যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিম, হাফিজুল ইসলাম খান, সেখ মহম্মদ হোসেন, সোশ্যাল মিডিয়ার সাদ্দাম আলি খান-সহ আরও অনেকে।

উপস্থিত ছিলেন আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সভাপতি বিষ্ণুপদ পন্ডা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমার অবজার্ভার হাজি জামশেদ আলি ছাড়াও কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও ব্লক সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং কোলাঘাট ব্লক, শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক ও তমলুক পৌর এলাকার যুব সদস্যরা।

ডাক দিলেন সঙ্ঘ প্রধান

প্রথম পাতার পর

আর ইসলামেরও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু মুসলমানদের অবশ্যই তাদের আধিপত্যের দাম্ভিক বক্তব্য পরিত্যাগ করতে হবে। ‘‘আমরা একটি উচ্চ জাতি, আমরা একবার এই জমিতে শাসন করেছি। আবার এখানে শাসন কায়েম করব। কেবল আমাদের পথ সঠিক, বাকি সবাই ভুল। আমরা আলাদা, তাই আমরা এভাবেই থাকব। আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না।’’—মুসলিমদের এই বক্তব্য ত্যাগ করতে হবে। মোহন ভাগবত বলেন, আমরা সচেতনভাবেই নিজেদের প্রতিদিনের রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছি। তবে সর্বদা এমন রাজনীতিতে জড়িত থাকি, যা আমাদের জাতীয় নীতি, জাতীয় স্বার্থ এবং হিন্দু স্বার্থকে প্রভাবিত করে। একটাই শুধু পার্থক্য- আগে আমাদের স্বয়ংসেবকরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন না, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা রাজনৈতিক পদে থাকছেন।

ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহী সিপিএমও

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সিংহভাগ মনে করছে, বিজেপিকে হারাতে হলে সিপিএমের সঙ্গে জোট করে লড়াই শ্রেয়। বিরোধী ভোট ভাগ করা যাবে না। প্রকারান্তরে কংগ্রেস চাইছে টিপ্রাকেও তাঁদের জোটে শামিল করতে।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটকে চূড়ান্ত করতে সিপিএমও তৎপর। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এদিন রাজ্যে এসে রাজ্য কমিটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর জোটের ব্যাপারে একপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও জোটের পক্ষে। তিনিও জোটের বিরোধিতা করেননি।

পাঁশকুড়ায় বিক্ষোভের মুখে কুণাল

প্রথম পাতার পর

অভিযোগের তীর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দিকে। তাছাড়া প্রযুক্তিগত কিছু বিষয়ের জন্য রাস্তা তৈরির কাজ আটকে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে কুণালবাবুর কথা মানতে নারাজ গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি শাসক তৃণমূলই তো এখানে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আছে। তাই ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় তাদেরই। তবে প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব রাস্তার কাজ শুরু করা হবে আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র।

রাস্তা নিয়ে কুণাল ঘোষের সামনে গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভ যে প্রশাসনের টনক নাড়িয়ে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামবাসীদের দাবি পূরণ হয় কি না।

ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার অনুমতি আফগান মেয়েদের

পিছু হটল তালিবান

বিশেষ প্রতিনিধি: কাবুল মেয়েদের পড়াশোনায় অবশেষে অনুমতি দিল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। তবে উচ্চ শিক্ষিত হওয়া যাবে না। কেবল প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের পড়াশোনায় অনুমতি দিয়েছে। এব্যাপারে ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকাও জারি করেছে তালিবানের শিক্ষা মন্ত্রক। তবে পড়াশোনা শিখলেও স্কুলের পোশাক পাশ্চাত্য কায়দায় হওয়া চলবে না বলেও নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তালিবানের শিক্ষা মন্ত্রকের দেওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্টত জানানো হয়েছে, মেয়েরা সরকারি অথবা প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারবে এবং ইসলামিক রীতি মেনে পোশাক পরেই স্কুলে যেতে হবে। মেয়েদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার এক সপ্তাহ পরেই নির্দেশিকা কিছুটা শিথিল করল তালিবান সরকার। গত সপ্তাহেই আফগানিস্তানে মেয়েদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা-সহ মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে এক নির্দেশিকা জারি করেছে আফগানিস্তানের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক। যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। এমনকী মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিও তালিবান সরকারের এই ফতোয়ার কড়া নিন্দা করে। সেই চাপে পড়েই বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের অগাস্টে তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই সে দেশের মেয়েদের উপর নেমে আসে একের পর এক কোপ। প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মহিলা কর্মীদের ছাঁটাই শুরু হয়, পোশাক নিয়ে কড়া বিধি-নিষেধ জারি হয়। হিজাব, বোরখা ছাড়া মহিলাদের বাড়ির বাইরে বেরোনো এমনকী পরিবারের কোনও পুরুষ সদস্য ছাড়া একাকী বেরোনোর ক্ষেত্রেও কড়া নির্দেশিকা জারি হয়। এরপর পার্ক, জিম-এ যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অবশেষে মেয়েদের পড়াশোনাতেও দাঁড়ি পড়ে।

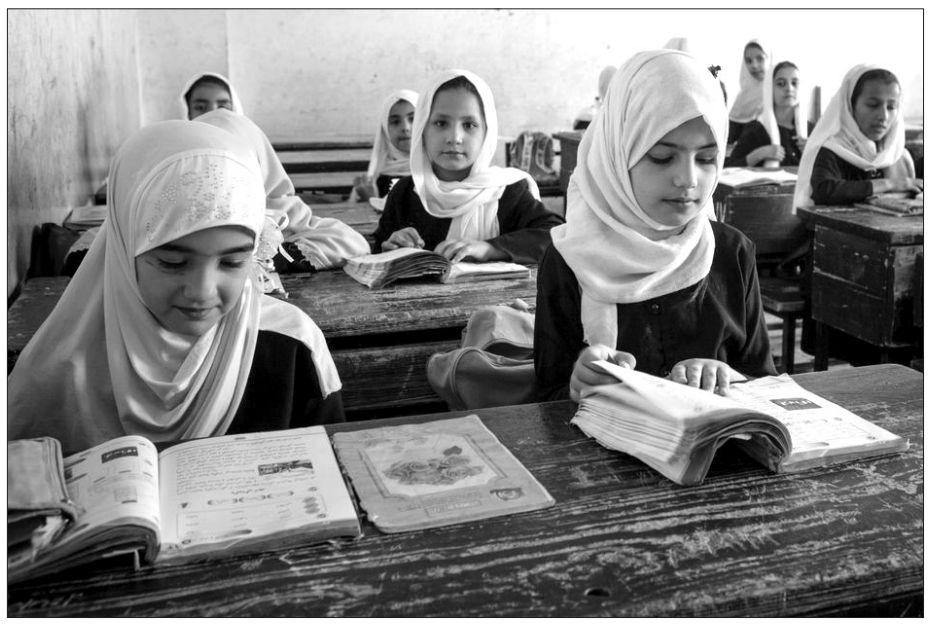

‘বিরোধীরাই অপপ্রচার করছে আইমার বিরুদ্ধে’

উনসানীর কর্মিসভায় হুঁশিয়ারি সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের

নিরঞ্জন দোলই

গত ৯ জানুয়ারি সোমবার হাওড়ার উনসানী দক্ষিণপাড়ায় অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র প্রদান ও কর্মিসভা হয়ে গেল উনসানির অ্যামিটি সেন্টারের পার্শ্বস্থ ময়দানে। উনসানী এলাকার মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আইমা প্রতিনিয়ত সভা ও মিটিং করে চলেছে। এদিন আবার তারই প্রতিফলন ঘটল আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের উপস্থিতিতে। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এলাকাবাসী।

উনসানীর এই কর্মিসভা থেকে আইমা সুপ্রিমো বলেন, ‘‘ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য বহু মনীষী ও বিপ্লবীরা শহিদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ অস্ত্র ধারণ করে ব্রিটিশদের জবাব দিয়েছিলেন, কেউ লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিলেন। তেমনই এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। যিনি পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষামন্ত্রী হন।’’

রুহুল সাহেব আরও বলেন, ‘‘আইমার সমাবেশে আসতে চাইলে বা বক্তব্য শুনতে চাইলে সাধারণ মানুষ আজকাল ভয় পাচ্ছেন। তাঁদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। আইমাকে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।’’ ভাইজানের ইঙ্গিত যে শাসক তৃণমূলের নেতাদের দিকে সে কথা না বলে দিলেও চলে।

আমাদের সমাজে কিছু অবাঞ্ছিত মানুষ আছেন, যারা আইমাকে ভয় পায়। তাঁরাই যে আইমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তেমনই মন্তব্যও করেন আইমা সম্পাদক। আর এদের কারণেই মানুষ আইমার প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরক্ষণে আবার দূরে সরে যাচ্ছে বলে অভিমত ভাইজানের।

অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোও অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনকে তাদের শত্রু ভাবতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ আইমাকে বিজেপির দালাল, কেউ কেউ তৃণমূলের বি-টিম বলে প্রচার করছে। আইমা সুপ্রিমোর প্রশ্ন, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের বুঝতে হবে একটি সংগঠন একাধিক দলের কী করে হতে পারে? তাঁর বক্তব্য, এটা আপনাদের জানা বা বোঝার দরকার আছে। আইমা অন্য কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেই কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের তাঁবেদারি করে না। সমাজে স্বচ্ছতার সঙ্গেই কাজ করে চলেছে বলেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেছে বিরোধীরা। ঈর্ষান্বিত হচ্ছে আইমার প্রতি।

আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বক্তব্যের মূল সুর ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তাঁর মতে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে জানতে হবে আইমা সমাজের জন্য কী কী কর্মকাণ্ড করে চলেছে। তারই প্রমাণ এলাকাভিত্তিক আইমার সৈন্যগণ। যে কোনও সামাজিক কাজে সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য আইমার সৈনিকরা দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এটাই সংগঠনের পরিচয়। তাই তাঁর পরামর্শ, আইমা সংগঠন করুন জেনে ও বুঝে, তারপর সংগঠনের সমালোচনা করবেন।

এদিনের কর্মিসভায় ভাইজান ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সদস্য সেখ সাইফুদ্দিন, সোশ্যাল মিডিয়ার সাদ্দাম আলি খান প্রমুখ। এছাড়াও এই কর্মিসভায় গৌরবময় উপস্থিতি ছিল হলদিয়া পৌর আইমার যুব নেতা সেখ আবদুল সেলিম, হাওড়া জেলা আইমার অবজার্ভার হবিউল রহমান (হাবিব), হাওড়া জেলা আইমার সভাপতি কাজি ইয়াহইয়া মোল্লা, সম্পাদক আবদুল এস. মোল্লা, আব্দুল আড়গোড়ীর নাসির হোসেন, বাউড়িয়ার মইদুল ইসলাম, আশিরুদ্দিন (খোকন), রশিদুল, জসিমউদ্দিন, বাকির , সাজিদ গায়েন প্রমুখ। এদিন প্রায় ১৫০ জন দুস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয় উনসানী আইমার পক্ষ থেকে।

অনুষ্ঠানটিকে সাফল করার জন্য যাঁরা অক্লান্ত শ্রম দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন উনসানী দক্ষিণপাড়া আইমা ইউনিটের অন্যতম নেতৃত্ব আজিজুল সেখ, রওশন মিস্ত্রি, জসিম মল্লিক, হাবিব হালদার, সেখ সাহেব, আমির হামজা, সাজু হালদার প্রমুখ।

মুসলিম পড়ুয়াদের হারাম মাংস খাওয়ানোর প্রতিবাদে আইমার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিড ডে মিলে মরা মুরগির মাংস খাওয়ানো হচ্ছে মুসলিম পড়ুয়াদের। নিয়ম মেনে হালাল করা হয়নি মুরগিগুলো। এবার এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠল মহিষাদল রাজ হাই স্কুলের পরিচালন কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। স্কুলের এহেন আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের মহিষাদল ব্লক কমিটির সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগের পরেও প্রথমদিকে ওই মাংস খাওয়ানোর পক্ষেই অনড় থাকেন প্রধান শিক্ষক। যদিও আইমা নেতৃত্বের চাপে পড়ে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো জন মুসলিম পড়ুয়া আছে বলে জানা গিয়েছে। এত সংখ্যক মুসলিম পড়ুয়াকে হারাম মাংস খাওয়ানো আগে স্কুল পরিচালন কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের ভাবা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন আইমা নেতৃত্ব। কারণ, ইসলাম ধর্মে হারাম কিছু খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এসব জানা সত্ত্বেও কীভাবে ওই স্কুলের পরিচালন কমিটি মুসলিম পড়ুয়াদের কথা ভাবলেন না? প্রশ্ন তোলেন মহিষাদল ব্লক আইমার নেতৃত্ব।

তাঁরা আরও জানান, প্রধান শিক্ষকের জ্ঞাতার্থেই মিড ডে মিলে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের হারাম মাংস খাওয়াচ্ছিল স্কুল পরিচালন কমিটি। অভিভাবকরা বহুবার বলার পরেও নিয়মের কোনও হেরফের হয়নি। বিষয়টি নজরে আসার পরই তৎপরতা চলে আইমা নেতৃত্বের তরফে। তাঁদের চাপে পড়ে ঢোঁক গিলতে বাধ্য হল স্কুল পরিচালন কমিটি। এদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ‘কীর্তি’ ধরা পড়ার পর অবিলম্বে ওই শিক্ষকের অপসারণের দাবি তোলেন আইমা নেতৃত্ব সাইফুল মল্লিক, সেখ মহম্মদ হোসেন প্রমুখ।

নন্দীগ্রামের জয়েনপুরে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হয়ে গেল আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের হাত দিয়ে। একইসঙ্গে একটি দোয়ার মাহফিলও অনুষ্ঠিত হয় এদিন।

কাঞ্চনপুরে যুবকদের নিয়ে বিশেষ আলোচনাসভা আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলায় আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচির আয়োজন করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব। সেইসঙ্গে চলছে বুথস্তরে সংগঠনকে মজবুত করার কাজ। সম্প্রতি কাঞ্চনপুরের ৮৭ ও ৮৮ নম্বর বুথে তেমনই এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল আইমার পক্ষ থেকে। সেখানকার যুবকদেরকে নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের উপস্থিতিতে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সংগঠনের যুব সদস্যদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বার বার বলে আসছেন আইমা সম্পাদক।

ইতিমধ্যে শুধু যুবকদের নিয়েই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুটি পর্যায়ে। সেখানেও যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভাইজান। এদিন কাঞ্চনপুরের সভা থেকেও যুবকদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন তিনি।

জানালেন মাটি কামড়ে পড়ে থেকে নির্বাচনী লড়াই লড়তে হবে। পাশাপাশি আইমার আদর্শের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান আইমা সুপ্রিমো। এদিনের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

নরঘাটে টোটো চালকদের নম্বরপ্লেট-লোগো বিতরণ আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নম্বর প্লেট ও লোগো বিতরণের কর্মসূচি। নন্দকুমার ব্লকের অন্তর্গত

নন্দকুমার হাইরোডে অবস্থিত আইমা অফিসের সামনে নন্দকুমার খঞ্চি, নরঘাট আইমা টোটো ইউনিয়নের চালকদের হাতে জেলা ইউনিয়নের তরফ থেকে নম্বর প্লেট ও লোগো তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংগঠনের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানানো হয় তাঁদের। এছাড়াও এদিন সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন আইমার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মোর্শেদ খান, সহ সভাপতি সেখ রবিয়াল, সহ সম্পাদক সেখ মতিবুল, জেলা সদস্য সেখ শহিদুল ইসলাম, সেখ মইদুল ইসলাম, সেখ ফারহাদ আলি, সেখ আজগর, সাদ্দাম আলি খান, সেখ হোসেন মহম্মদ ছাড়াও নন্দকুমার ব্লক আইমার ভারপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সেখ শাহরুখ, প্রাক্তন সম্পাদক সেখ আজগর আলি, সেখ শমসের আলি এবং সমস্ত ব্লক, জেলা, যুব ও সোশ্যাল মিডিয়ার নেতৃত্ব ও টোটো ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ।

‘পাড়া বদলালেই দেশ বদলাবে’, হলদিয়ায় অভিনব উদ্যোগ আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘পাড়া বদলালেই দেশ বদলাবে।’ তাই ‘চ্যারিটি বিগিনস হোম’-এর মতোই ‘পাড়া সভা’কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সামনে আনলেন হলদিয়া পৌর আইমার সদস্যরা। হলদিয়া পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ‘পাড়া সভা’র আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। হলদিয়া পৌর আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব সেখ আবদুল সেলিমের নেতৃত্বে অত্যন্ত সাড়া ফেলে দেয় এই ‘পাড়া সভা।’ হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে সভা করা কিংবা কেবল জনসভা নয়, বরং পাড়ার অল্প সংখ্যক মানুষকে নিয়ে সভা করাই হল সমাজ পরিবর্তনের প্রথম ধাপ, মনে করেন হলদিয়া পৌর আইমার নেতৃবর্গ।

রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেমন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অন্দরে সাড়া পড়ে গিয়েছে, তেমনই বেশ কয়েকটি পৌরসভার নির্বাচনকেও পাখির চোখ করতে চাইছেন আইমা নেতৃত্ব। হলদিয়া পৌরসভার নির্বাচনও তাই নজরে আছে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তথা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের। ফলে এখন থেকেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নির্বাচনী রণকৌশল তৈরিতে। আইমার পাড়ায় পাড়ায় সভা সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। আইমা নেতৃত্বের মতে, এরকম ছোট ছোট সভা করলে মানুষের আরও কাছে পৌঁছাতে সুবিধা হয়। জানা যায় তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা। আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হয়। তাছাড়া পাড়ায় সভা করলে সাধারণ মানুষকেও বার্তা দেওয়া যায়, আইমার কর্মীরা এক ডাকেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত। এদিনের সভায় মানুষের উচ্ছ্বাস সেই সত্যিকেই আরও একবার প্রমাণ করল বলে মনে করছেন আইমা নেতৃত্ব।

নন্দীগ্রামের ভাঁসুরকাটায় আইমার সদস্যপদ গ্রহণ একঝাঁক তরুণের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই দায়িত্ব বাড়ছে আইমার যুব সদস্যদের। কারণ, পঞ্চায়েত ভোটে সংগঠনের যুব সদস্যদের ওপরেই বেশি ভরসা করছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। ফলে তাঁরাও নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন সংগঠন মজবুত করার কাজে। গত ৮ জানুয়ারি রবিবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কমিটির সদস্য সেখ সাইফুদ্দিনের হাত ধরে নন্দীগ্রামের ভাঁসুরকাটা এলাকায় সংগঠনের নতুন সদস্যপদ গ্রহণ করলেন প্রায় জনা ২০ যুব সদস্য। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা আইমাতে নাম লিখিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা ভাইজানের নির্দেশ মেনে চলবেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি সংগঠনে তাঁদের স্থান দেওয়ার জন্য ভাইজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

হলদিয়া রিফাইনারি কারখানার সামনে পথসভা আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: হলদিয়া পৌরসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হলদিয়া রিফাইনারি কারখানা গেটের সামনে। গত ৯ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অনুষ্ঠিত এই পথসভায় দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা। ওই পথসভা থেকে রাজ্য সরকারের অরাজকতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। পাশাপাশি হলদিয়া মেডিকেল হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়েও মুখ খোলেন তাঁরা। হলদিয়া পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পরমানন্দ চকে অবস্থিত এই রিফাইনারি কারখানা। সেখানেই জমায়েত হন আইমার কর্মীরা। সেখ আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই পথসভা, বলে জানা গিয়েছে।

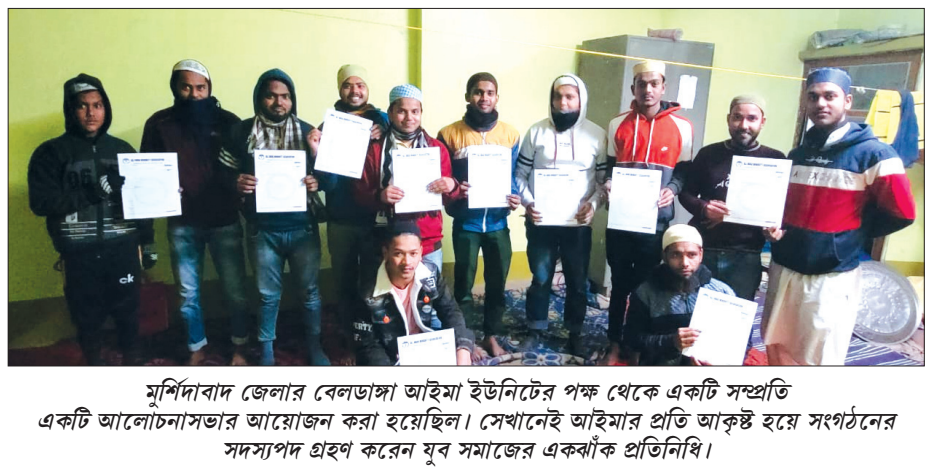

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি সম্প্রতি একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই আইমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন যুব সমাজের একঝাঁক প্রতিনিধি।

আইমার সহযোগিতায় ভলিবল প্রতিযোগিতা হুগলির ফুরফুরায়

গত ২৯ ডিসেম্বর পাঁশকুড়া ব্লকের পুরুষোত্তমপুর থেকে প্রজাবাড় পর্যন্ত টোটো ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গেল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৯ জানুয়ারি সোমবার হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফের ডায়মন্ড ভলিবল ক্লাব আয়োজন করেছিল একদিনের দিবারাত্রি ভলিবল প্রতিযোগিতা। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের ভিড়ে জমে উঠেছিল প্রতিযোগিতার ময়দান। সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাটি। সেখানেই প্রথম পুরস্কার প্রাপক দলকে আঠারো হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন ওই অঞ্চলের বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব সাদ্দাম হোসেন।

সম্প্রতি দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে ঘুরে এলেন আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেখানে একটি ওয়াজের মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন তিনি।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২০ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ০১৩ জানুয়ারি ২০২৩ ০২৮ পৌষ ১৪২৯ ০ শুক্রবার

উগ্রবাদের রমরমা

ইদানীং বিশ্বজুড়ে নতুন একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে। ভোটে হেরে যাবার পর হার মেনে নিতে না পারা। আর সেই হতাশা থেকে সমর্থকদের উস্কানি দিয়ে তাণ্ডব চালানোর জন্য প্ররোচিত করা। শুরুটা করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে গিয়ে উগ্র বক্তৃতা আর গরম গরম কথা বলে মিস্টার ট্রাম্প সমর্থকদের উত্তেজিত করেছিলেন বহুবার। যার ফলশ্রুতি হোয়াইট হাউসে হামলা চালায় ট্রাম্পের সমর্থকরা। অন্যদিকে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ক্ষমতা হারানোর পর অনেক বিদ্বেষমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে। ক্ষমতা হারানোর জ্বালায় হতাশ নেতানিয়াহু তাঁর সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন প্যালেস্টাইনি মুসলিমদের প্রতি। আমাদের দেশে যেখানেই বিজেপি হেরেছে সেখানেই তারা তাণ্ডব চালিয়েছে। বিশেষ করে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় গোহারান হারের পর বহুবার রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার হুমকি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। তবে এসব কিছুকেই ছাপিয়ে গেলেন জাইর বলসোনারো। লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তিনি। বলসোনারোর সঙ্গে উগ্রবাদকে সমার্থক হিসাবেই দেখেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ইনি আবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবার পর হার মেনে নিতে না-পারা নেতারা সকলেই অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে দক্ষিণপন্থার রমরমা এবং সমর্থকদের গুন্ডামি বেড়েই চলেছে সেটা কয়েক বছর ধরেই বেশ মালুম হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে যতগুলো এরকম তাণ্ডবের ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণপন্থী সেইসব দলগুলোর প্রধান মুখ যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নরেন্দ্র মোদী, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জাইর বলসোনারো সকলের সঙ্গেই সকলের বেশ সুসম্পর্ক রয়েছে। আরও একটা একটা বিষয়ে এঁদের ভীষণ মিল আছে। তা হল, এঁরা উগ্র মুসলিম এবং কমিউনিস্ট বিরোধী। এঁদের মূল লক্ষ্য যেমন বিশ্ব থেকে সাম্যবাদের উচ্ছেদ তেমনই ইসলামকে শেষ করে দেওয়া। ফলে মুসলিম এবং কমিউনিস্ট উভয়েই এঁদের শত্রু।

ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ ভবন এবং কংগ্রেস ভবনে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে বলসোনারোর সমর্থকরা যে উগ্রবাদী মনোভাবের পরিচয় দিল তাতে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভার প্রতি বিশ্বের জনগণের সহানুভূতি বেড়ে গেল বহুগুণ। তাছাড়া বলসোনারো যতই অস্বীকার করুন না কেন যে, তাঁর সমর্থকরা হামলা চালায়নি, সেকথা কিন্তু ধোপে টিকছে না। অতি দক্ষিণপন্থী এই নেতা পৃথিবীর ফুসফুস বলে পরিচিত অ্যামাজন জঙ্গলকে ধংস করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন একসময়। আর এখন সমর্থকদের উস্কে দিয়ে আপাতত কেটে পড়েছেন দেশ থেকে।

হিটলারের ভাবশিষ্যে ভরে গেছে আজ পৃথিবী। শিক্ষিত ও বিশিষ্টদের মধ্যে এখন বাড়ছে উগ্রবাদের চর্চা। তাই উগ্রবাদী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এখন আর গলা মেলাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না লেখক, শিল্পী, খেলোয়াড়রা। এমনকী তাঁদের হয়ে ভোট প্রচারেও অংশ নেন তাঁরা। সুতরাং পৃথিবীর অধঃপাতে যাওয়া আটকানো রুখবে কে! যাঁরা 'আমার কিছু হবে না' ভেবে উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে বসে আছেন, সবচেয়ে আগে তাঁরাই হবেন এই উগ্রবাদীদের শিকার। অতএব সাধু সাবধান। জেগে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ুন উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

জীবন বদলের বাণী

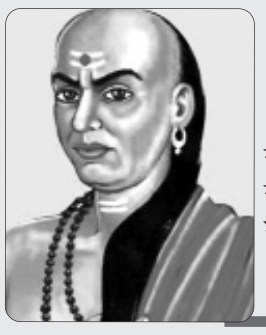

৫ বছর বয়স অবধি পুত্রদের লালন করবে, দশ বছর অবধি চালনা করবে, ষোল বছরে পড়লে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করবে।
—চাণক্য

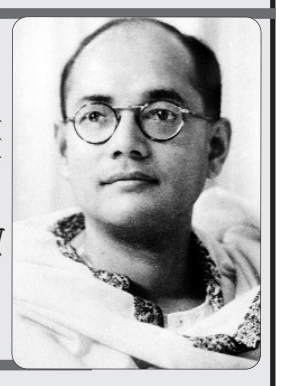

প্রকৃতির সঙ্গ না পেলে জীবনটাই বৃথা, ঠিক যেন মরুলোকে নির্বাসনের মতো।
—নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

ধৈর্য্য ও নম্রতাই প্রকৃত মহত্ব। যারা এই দুই গুণে গুণান্বিত হবে তারাই প্রকৃত বীর পুরুষ ।
—হজরত আলি রা.

বিশ্বাস ছাড়া আপনি কিছুই পেতে পারেন না। তাই পরম সত্যকে পেতে চাইলে বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *—গৌতম বুদ্ধ*

দুনিয়াকে যে যত বেশি চিনেছে, সে এর দিক থেকে তত বেশি নিস্পৃহ হয়েছে।
—হজরত ওসমান রা.

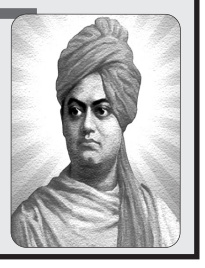

যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তা বাস্তবিক ধর্ম নয়,
ডিসপেপসিয়া-প্রসূত রোগবিশেষ বলে জেনো।
—স্বামী বিবেকানন্দ

কসোভোয় ফিরছে ইসলামি ঐতিহ্য

কসোভোর আয়তন ১০ হাজার ৯০৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ১১ লাখ। জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ মুসলিম। কসোভোর দক্ষিণ-পশ্চিমে আলবেনিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে মেসিডোনিয়া, পশ্চিমে ক্রোয়েশিয়া ও উত্তরে সার্বিয়া অবস্থিত। কসোভোর সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত অবস্থা চমকপ্রদ। প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় কসোভোর সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশটির ইসলামি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তুরস্ক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করছে। তুরস্কের সঙ্গে দেশটির রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। কসোভোর ইতিহাস পাশের পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মতো। বাইজানটাইন ও সার্বিয়ানরা দীর্ঘদিন দেশটি শাসন করেছে। উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সময় সার্বিয়ানদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত কসোভো যুদ্ধ হয়। কসোভো সমভূমির এই যুদ্ধ ইতিহাসে ঐতিহাসিক যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। ১৪৫৫ সালে এই অঞ্চলটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। এখানকার আলবেনীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এতটাই করারোপ করেছিল যে, মানুষের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

মুফতি ফখরুল ইসলাম

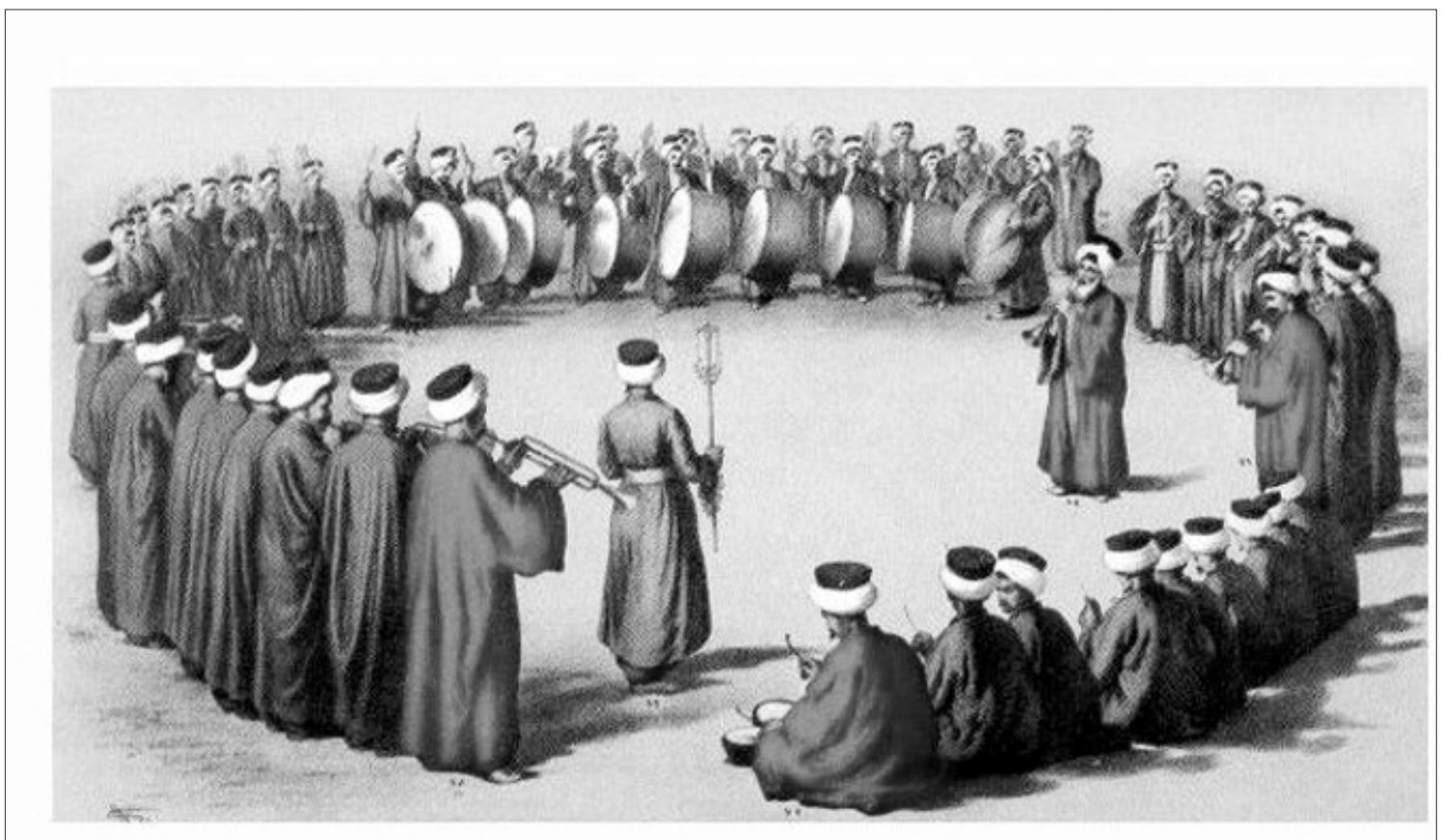

সম্প্রতি কসোভো ও সার্বিয়ার মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নম্বর প্লেটকে কেন্দ্র করে এই সমস্যার সূত্রপাত। যদিও মুসলিমশাসিত কসোভোকে পুনরায় দখল করার উদ্দেশ্যেই যে সার্বিয়া তাদের বিরুদ্ধে সেনা সাজাচ্ছে সে কথা না বলে দিলেও চলে। কসোভো নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর থেকেই তাদের বিরক্ত করে চলেছে সার্বিয়া। আর এই বিষয়ে তাদের 'গডফাদার' রাশিয়া পরোক্ষে মদত জুগিয়ে চলেছে সার্বিয়াকে। যাই হোক আপাতত এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা থাক। আমরা বরং কসোভোর ইসলামি সংস্কৃতি নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস করি।

কসোভো ইউরোপের ক্ষুদ্র একটি মুসলিম দেশ। কসোভোর বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু আলবেনিয়ান গোত্রের, তাই দেশটির প্রধান ভাষাও আলবেনিয়ান। এ ছাড়া সে দেশে আছে সংখ্যালঘু সার্ব জনগোষ্ঠী, তাদের ভাষা সার্বিয়ান। মজার বিষয় হল, সে দেশের তরুণরা ইংরেজি বলতে বেশি ভালোবাসে। দেশটির জনসংখ্যার অর্ধেকই ২৫ বছরের কম বয়সী।

কসোভো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ, যদিও দেশটির সমাজ অনেকটাই ধর্মনিরপেক্ষ। তাই রাস্তায় বের হলে হিজাব ও শালীন পোশাক পরিহিত নারীর পাশাপাশি দেখা যায় অসংখ্য নারী ইউরোপের পোশাক পড়ছেন। যেহেতু মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই কসোভোতে আছে অনেক চমৎকার মসজিদ, যা পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। কসোভো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা পায় ২০০৮ সালে। এর মধ্য দিয়ে তারা হয় 'ইউরোপের নবীনতম রাষ্ট্র' ১৩৮৯ সালে কসোভো যুদ্ধের পর দেশটিতে ইসলামের আগমন ঘটে। এরপর থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তা অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে বহু ত্যাগ ও সংগ্রাম করতে হয়েছে এখানকার মুসলমানদের। অবশেষে লাখ লাখ মুসলিমের রক্তের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র।

কসোভোর আয়তন ১০ হাজার ৯০৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ১১ লাখ। জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ মুসলিম। কসোভোর দক্ষিণ-পশ্চিমে আলবেনিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে মেসিডোনিয়া, পশ্চিমে ক্রোয়েশিয়া ও উত্তরে সার্বিয়া অবস্থিত। কসোভোর সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত অবস্থা চমকপ্রদ। প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় কসোভোর সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশটির ইসলামি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তুরস্ক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করছে। তুরস্কের সঙ্গে দেশটির রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক।

কসোভোর ইতিহাস পাশের পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মতো। বাইজানটাইন ও সার্বিয়ানরা দীর্ঘদিন দেশটি শাসন করেছে। উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সময় সার্বিয়ানদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত কসোভো যুদ্ধ হয়। কসোভো সমভূমির এই যুদ্ধ ইতিহাসে ঐতিহাসিক যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। ১৪৫৫ সালে এই অঞ্চলটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। এখানকার আলবেনীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এতটাই করারোপ করেছিল যে, মানুষের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। উসমানীয়দের বিজয়ের পর আলবেনীয় জনগোষ্ঠী একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো ৫০০ বছর উসমানীয় শাসনের অধীনে ছিল। এ সময় এ অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ঘটে। ফলে উসমানীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় কসোভোতে।

কসোভোর দুই জনগোষ্ঠী আলবেনিয়ান ও সার্ব এদের মধ্যে কখনও বনিবনা ছিল না। এদের দীর্ঘদিনের রেষারেষির এক পর্যায়ে ২০০৮ সালে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কসোভো। স্বাধীন কসোভোকে স্বীকৃতি দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বড় দেশগুলো। এ সময় সার্বিয়ার পেছনে দাঁড়ায় রাশিয়া। রাশিয়ার মদত পেয়ে সার্বিয়া রাজি হয় না কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে। কসোভোয় বসবাসকারী সার্বরাও কসোভোর স্বাধীনতা চায় না।

১৯৯০-এর দশকে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পরপরই স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করে কসোভো। সার্বিয়া এর 'জবাব' দেয় কসোভোর আলবেনিয়ান জনগোষ্ঠীর ওপর নিষ্ঠুর হত্যা-দমন-পীড়ন চালিয়ে। ১৯৯৯ সালে ন্যাটোর সামরিক হস্তক্ষেপে এই হত্যাযজ্ঞের অবসান ঘটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটি এখন নিজেদের নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সার্বদের হাতে ধ্বংস হওয়া ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা এবং ধর্মীয় অবকাঠামো পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করেছে। কসোভোর ধর্মবিদ্বেষী কমিউনিস্ট শাসকরা বিগত ৭০ বছর ধরে ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সব ধরনের ধর্মীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। সার্ব সেনারা ধ্বংস করে দিয়েছিল প্রায় দুই শতাধিক মসজিদ। এখন সেখানে আবার গড়ে উঠছে নতুন নতুন মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

আবার শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে দেওয়া হয়েছে 'মাদ্রাসায়ে আলাউদ্দিন' নামে একটি প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নতুন করে খোলা হয়েছে একটি বিশেষায়িত ইসলামিক কলেজ। কসোভোর প্রতিটি জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে একটি করে ইসলামিক সেন্টার ও পাঁচটি ধর্মীয় স্কুল। যেখানে শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও আরবি ভাষা-সাহিত্য শেখানো হয়।

ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে দেশটিতে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দানশীল মানুষের উদ্যোগে গঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'আল মাশিখাতুল ইসলামিয়া' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও ইসলামি শিক্ষার বিস্তারে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের অধীনে ৫০০ আলেম ও মুবাল্লিগ কসোভোয় ইসলাম প্রচারের কাজ করছেন। এরই মধ্যে তারা ২৪টি ইসলামি শিক্ষা ও প্রচারকেন্দ্র এবং ৫৫০টি মসজিদ নির্মাণ করেছে।

২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কসোভোকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার। কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১১৪তম এবং ওআইসির ৫৭টি দেশের মধ্যে তাদের স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ছিল ৩৭তম। কসোভোর পতাকাটি বেশ অর্থবহ এবং নান্দনিক। নীল ভূমির ওপর একটি স্বর্ণালি মানচিত্রের খিলান, তার ওপর ছয়টি তারকা। যা সেখানকার প্রধান ছয়টি জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করে। আলবেনিয়ান, সার্বীয়, তুর্কি, গোরানি, রোমানি এবং বসনিয়ান।

দেশটিতে মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। ২০২০ সালের ২৫ অক্টোবর 'আমি মহম্মদকে ভালোবাসি' লেখা মাস্ক পরে সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে মহানবি সা.-এর অবমাননার প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন কসোভোর একজন সংসদ সদস্য। এ প্রসঙ্গে সেলফ ডিটারমিনেশন মুভমেন্টের সদস্য ইমান আর রহমানি বলেন, "প্রশান্তি ও কোমলতার সঙ্গে প্রতিবাদ। অবজ্ঞা বা অবমাননা করো না। মহানবি মহম্মদ সা. মানবজাতির মুক্তির দূত।"

সবমিলিয়ে কসোভো হল মুসলিম বিশ্বের নবীনতম দেশ। যেখানে ইসলামি সানজাক উঁচু হয়ে রয়েছে আপন মর্যাদায়। কিন্তু কিছু দুষ্ট শক্তি এই দেশটিকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে করে চলেছে বার বার। যদিও তাদের সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না। তবু ওআইসি বা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর উচিত ছোট্ট এই দেশটির পাশে দাঁড়ানো, যাতে ইসলামের মহান ঐতিহ্য রক্ষা পায়।

প্রকৃতি

দক্ষিণ গোলার্ধে কেন এত ঝড় আঘাত হানে

উত্তর খুঁজে পেলেন আবহবিদরা

দক্ষিণ গোলার্ধে ঝড় আঘাত হানে বেশি! কিন্তু কেন? সে প্রশ্ন উঠছে বহুদিন ধরেই। অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন আবহবিদরা। কেন দক্ষিণ গোলার্ধে এত বেশি ঝড় আঘাত হানে, তার কারণ অনুসন্ধানে সফল জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি দক্ষিণ গোলার্ধে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছিল হারিকেন ইয়ান। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় হিসেবে হারিকেন ইয়ান তাণ্ডব চালিয়েছিল দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন দেশে। এই চারনম্বর ক্যাটাগরির ঝড় যত এগিয়েছিল, ততই শক্তি বাড়িয়ে দিশেহারা করে দিয়েছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে।

বিশেষজ্ঞরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছেন উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে ২৪ শতাংশ বেশি ঝড় হয়। আর ঝড়ের তাণ্ডবে পরিস্থিতিও খারাপ থেকে খারাপতর হয়। বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সম্প্রতি সেই কারণ খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, উত্তর গোলার্ধে সমুদ্র সঞ্চালন এবং বৃহৎপর্বতশ্রেণিগুলি হল বড় ট্রিগার, যা দক্ষিণ গোলার্ধকে বার্ষিক ভিত্তিতে ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা বাড়িতে

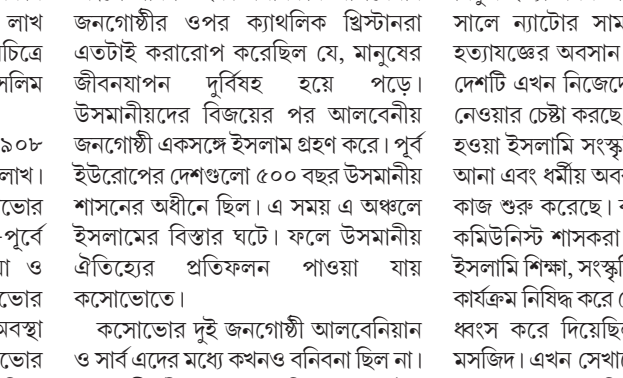

তোলে। তাঁরা আরও দেখেছেন যে, ১৯৮০-এর দশকে স্যাটেলাইট যুগের শুরু থেকে এই ঝড়ের অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঝড়ের বৃদ্ধির পদার্থবিদ্যা-ভিত্তিক মডেলগুলি থেকে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল যা নির্দেশ করে, তা জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষকরা জানিয়েছেন দক্ষিণ গোলার্ধ এই ধরনের চরম আবহাওয়ার অনুকূল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়বায়ু বিজ্ঞানী টিফানি শ বলেন, বৃহৎ পর্বতশ্রেণি উত্তর গোলার্ধে বেশি ফলে বায়ুপ্রবাহ ব্যহত হয়। তার ফলে ঝড়ের প্রবণতাকে কমিয়ে দেয়। এই তত্ত্বটি পরীক্ষা করার জন্য সংখ্যাসূচক মডেলে পৃথিবীর প্রতিটি পর্বতকে চ্যাপ্টা করা হয়েছিল। তার ফলে দুটি গোলার্ধের মধ্যে ঝড়ের ফারাক প্রায় অর্ধেক অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর পর্বত সরিয়ে তারা দেখেছে, বাকি অর্ধেকও উধাও হয়ে গিয়েছে।

এই গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, দক্ষিণ গোলার্ধ আরও ঝড়প্রবণ হয়ে উঠছে। বছর বছর ঝড়ের গড় পরিবর্তন বাড়ছে। সেখানে উত্তর গোলার্ধে ঝড়ের গড় পরিবর্তন প্রায় নগণ্য। দক্ষিণ গোলার্ধের ঝড়ের পরিবর্তনগুলি সমুদ্রের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। হারিকেন ইয়ান ২০২২ সালে দক্ষিণ গোলার্ধে হানা সবথেকে খারাপ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় হয়ে উঠেছিল। ঝড়টি ফ্লোরিডায় হিংস্রভাবে আঘাত হেনেছিল। এর ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। নৌকাগুলিকে তুলে হাইওয়েতে ফেলে দিয়েছিল এই বিধ্বংসী ঝড়। হারিকেন ইয়ান ছিল এই শতকে আঘাত হানা তৃতীয় প্রঘাতী ঝড়।

নদীতে ফুটল 'বরফের ফুল'

মানুষকে বিস্মিত করছে প্রকৃতি

যত দিন যাচ্ছে ততই উন্নত হচ্ছে মানব সভ্যতা। বিজ্ঞানের হাত ধরে সমাধান করা হচ্ছে প্রকৃতির সব রহস্যের। কিন্তু, আজও সেই প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুকে বিস্মিত করে চলেছে। সম্প্রতি এরকমই এক বিস্ময়কর ছবি ইন্টারনেটে শেয়ার করেছেন নরওয়ের প্রাক্তন কূটনীতিক এরিক সোলহেইম। ছবিটি উত্তর-পূর্ব চিনের সোংহুয়া নদীর উপরের এক দৃশ্য। যাকে এরিক বর্ণনা করেছেন 'বরফের ফুল' বলে। টুইটারে শেয়ার করা ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে নদীর জলে উজ্জ্বল সূর্যের আলো পড়েছে। সূর্যের রশ্মিগুলি স্বচ্ছ বরফের কাঠামোর উপর প্রতিফলিত হয়ে ফুলের আকার ধারণ করেছে। এই ছবি দেখলে কোনও মানুষ মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। এরিক নিজেই ছবিটির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'বিস্ময়কর! উত্তর-পূর্ব চিনের সোংহুয়া নদীর উপর বরফের ফুল।'

চিনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম পিপলস ডেইলি পত্রিকার মতে, এই 'বরফের ফুলে'র গঠন নির্ভর করে আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর। সাধারণত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের উপর এই বরফের কাঠামো গঠিত হয়। বরফের ফুল গঠনের সবথেকে ভালো সময় হল শরতের শেষভাগ বা শীতের শুরু। সেই সময় চিনের একটা বড় অংশে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে আসে। তবে, মাটির তাপমাত্রা ততটা কমে যায় না। এই তাপমাত্রার পার্থক্যই বরফের ফুল

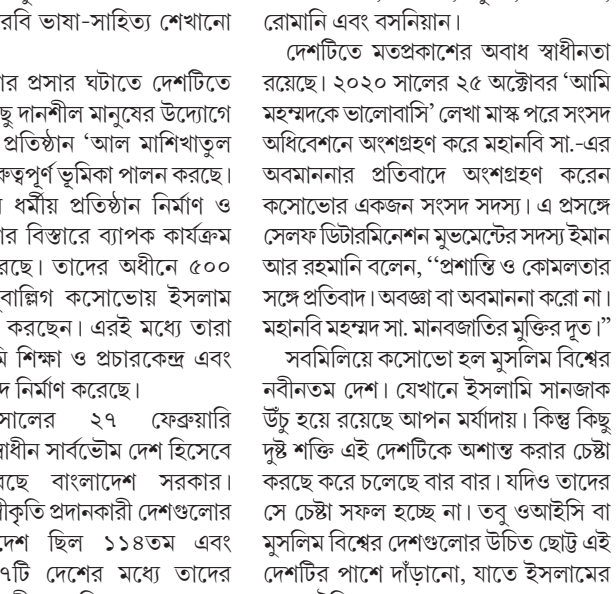

চিন

গঠনের উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করে।

সম্প্রতি এক বিধ্বংসী তুষারঝড়ের সাক্ষী হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশ জুড়ে সর্বনাশ ঘটালেও, সেই তুষারঝড়ে এক বিস্ময়কর বরফের কাঠামো তৈরি হয়েছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত প্রায় হিমায়িত হয়ে গিয়েছে। এই বিশ্বখ্যাত জলপ্রপাতটির জল অধিকাংশই জমে বরফ হয়ে এই বিস্ময়কর দৃশ্য তৈরি করেছে। ড্রোন ক্যামেরায়তোলা ছবিগুলিতে দেখা গিয়েছে জলপ্রপাতটির গোড়ার অংশ বরফ হয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে ভারী কুয়াশা মিলে জলপ্রপাতটির এক অন্য আবেদন তৈরি করেছে।

এরিক সোলহেম মাঝে মাঝেই প্রকৃতির বিস্ময়ের বিভিন্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে থাকেন। দিন কয়েক আগে তিনি হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকার এক অত্যাশ্চর্য ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন। ড্রোন ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলিতে বিস্তৃত উপত্যকা ধরা পড়েছিল। এরিক সোলহেম স্পিতি উপত্যকাকে তার লাল রঙের জন্য মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ছবিটির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, 'মঙ্গল গ্রহে যাত্রা। স্পিতি, হিমাচল প্রদেশ। অবিশ্বাস্য ভারত।'

ছাত্র-নেত্রী শেহলার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী শেহলা রশিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দিলেন দিল্লির গভর্নর ভি কে সাক্সেনা। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক টুইট করায় তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পুলিশে অভিযোগ হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লির গভর্নর অফিস সূত্রে খবর, শেহলার দুটি টুইট মানুষের মধ্যে সেনা সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি করেছে। তাই শেহলার বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালের সিআরপিসির ১৯৬ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

২০১৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর শেহলার বিরুদ্ধে একটি মামলা করে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। আইনজীবী অলোক শ্রীবাস্তবের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই মামলা করে পুলিশ। শেহলার বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে, '২০১৯ সালের ১৮ আগস্ট কাশ্মীরের বাসিন্দা শেহলা রশিদ ভারতীয় সেনা সম্পর্কে দুটি টুইট করেছিলেন। সেখানে লেখা হয়েছিল, কাশ্মীরে সেনাবাহিনী রাতবিরেতে সাধারণ মানুষের ঘরে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। ঘরে মজুত জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। বাড়ির ছেলেদের তুলে আনে।' অভিযোগ অনুযায়ী, অন্য একটি টুইটে শেহলা লিখেছেন, 'সোপিয়ানে এলাকায় ৪ যুবককে সেনা ক্যাম্পে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অত্যাচার করা হয়। একটি মাইক্রোফোন তাদের কাছে রাখা হয়েছিল যাতে ওই চারজনের আর্তনাদ গোটা এলাকায় শোনা যায়।' শেহলার ওই দুই টুইটের পর একটি বিবৃতি দিয়ে সেনা জানায় শেহলার ওইসব বক্তব্যের কোনও ভিত্তি নেই। ওইসব আমূলক প্রণোদিত টুইট করা হয়েছে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য। ওই বিবৃতির পরই আইনজীবী অলোক শ্রীবাস্তব পুলিশে একটি অভিযোগ করেন শেহলার বিরুদ্ধে। ওই দুই টুইট পর্যালোচনা করে স্বরাষ্ট্র দফতর জানায়, ওই দুই টুইটে সেনার বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগ আনা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। প্রতিটি টুইটের জন্যই ফৌজদারি ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

স্বর্গীয় সৌন্দর্য। উত্তর-পশ্চিম শ্রীনগরের তুষারাবৃত গুলমার্গে স্কাই লেসনে একঝাঁক কিশোর।

সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ বারাণসী-ডিব্রুগড় ক্রুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বের দীর্ঘতম বিলাসতরী হিসেবে যাত্রা শুরু করতে চলেছে গঙ্গা বিলাস। ১৩ জানুয়ারি এই বিশ্বের বৃহত্তম ক্রুজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৫১ দিনে বারাণসী থেকে ডিব্রুগড় যাবে গঙ্গা বিলাস। বিলাসবহুল এই ক্রুজটি ভারত ও বাংলাদেশের পাঁচটি রাজ্যজুড়ে ২৭টি নদী প্রণালীতে ৩,২০০ কিলোমিটারের বেশি পথ পাড়ি দেবে। প্রথম যাত্রায় এমভি গঙ্গা বিলাসে সুইজারল্যান্ডের ৩২ জন পর্যটক বারাণসী থেকে ডিব্রুগড়ে যাত্রা করবেন। বুধবার এই ক্রুজ সম্বন্ধে মোদী বলেছেন, দেশের সাংস্কৃতিক ভিতের সঙ্গে সংযোগের এবং এর বৈচিত্র্যের সুন্দর দিকগুলি নতুন করে আবিষ্কার করার এক অনন্য সুযোগ এই ৫১ দিনের বারাণসী-ডিব্রুগড় ক্রুজ।

বুধবার এই বিলাসবহুল ক্রুজ নিয়ে টুইটারে একটি পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ পরিবহণ ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি লেখেন, "বিশ্বের কিছু বড় বড় নদীর উপর ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। বিশ্বের দীর্ঘতম ক্রুজ গঙ্গা বিলাস। ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করবেন। এই জাঁকজমকপূর্ণ যাত্রায় যোগ দিন।" এই টুইটে প্রতিক্রিয়া দিয়ে লেখেন, "দেশের সাংস্কৃতিক ভিতের সঙ্গে সংযোগের এবং এর বৈচিত্র্যের সুন্দর দিকগুলি নতুন করে আবিষ্কার করার এক অনন্য সুযোগ এটা।"

প্রসঙ্গত, ১৩ জানুয়ারি মোদীর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে এই ক্রুজ ছেড়ে যাবে। জলপথে ৫১ দিনে মোট ৩,২০০ কিমি অতিক্রম করবে এই ক্রুজ। একাধিক রাজ্য হয়ে অসমের ডিব্রুগড়ে এই ক্রুজের যাত্রা শেষ হবে। একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৫১ দিনের এই যাত্রায় বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, জাতীয় উদ্যান, নদীর ঘাট, বিহারের পটনা, ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, অসমের গুয়াহাটি, বাংলাদেশের ঢাকা এবং অন্যান্য বড় বড় শহর-সহ মোট ৫০টি পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে এই ক্রুজের।

মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েও বসতবাড়ি ছাড়তে নারাজ

যোশীমঠে তুমুল বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তরাখণ্ডের অন্যতম পুণ্যস্থান যোশীমঠ। তিল তিল করে বসে যাচ্ছে মাটি। চওড়া থেকে আরও চওড়া হচ্ছে রাস্তার ফাটল। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে একের পর এক হোটেল, বসতবাড়ি। কিন্তু, বাড়ি বিপজ্জনক হলেও, নিজের বাড়ি তো! তাই সেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসতে কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না যোশীমঠের বহু বাসিন্দা। টাকা দিলেও না। যার জেরে এদিনও বিপজ্জনক বিল্ডিং ভাঙার কাজ শুরু করতে পারল না প্রশাসন।

গত মঙ্গলবারই যোশীমঠের দুটি বিপজ্জনক হোটেলে ভেঙে ফেলার কথা ছিল উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের। কিন্তু, এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়ে সেই কাজেই হাত দিতে পারেনি প্রশাসন। আর গতকালের পরে, আজ, বুধবারও সেই একই সমস্যায় মুখে দাঁড়িয়ে উত্তরাখণ্ড সরকার। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিপজ্জনক হোটেল ভাঙতে হোটেলের আশপাশের বাসিন্দাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। না হলে যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা। কিন্তু বাড়ি ছাড়তে চাইছেন না এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সকালে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং রাজ্য পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা হোটেল বিল্ডিং ভাঙতে গেলে বিপজ্জনক হোটেলের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিকে, আবহাওয়াবিদেরা জানাচ্ছেন, আগামী দু-একদিনের মধ্যে ভারী তুষারপাত এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে যোশীমঠে। সে ক্ষেত্রে, নতুন করে কোনও জায়গায় ধসের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। আর অন্যদিকে, সেই একই কারণে মাথার ছাদটুকু হারাতে চাইছেন না এলাকার মানুষ। বিপজ্জনক বাড়ি খালি করার জন্য ইতিমধ্যে নগদ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামির সরকার। এছাড়াও, ঘর বাড়ির মূল্যায়ন করার আগেই নগদ এক লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। তাতেও কোনও লাভ হচ্ছে না। এখন আগামীদিনে আবহ জলে দাঁড়িয়ে গোটা যোশীমঠ শহর।

গত কয়েকমাস ধরেই মাটি বসে যাওয়ার কারণে গোটা যোশীমঠজুড়ে একাধিক বাড়িতে ফাটল দেখা দিচ্ছিল। গত সপ্তাহে ক্রমশ বাড়তে থাকে ফাটলের সংখ্যা। ফেটে চৌচির হয়ে যায় শঙ্করাচার্য মঠ। এমনকী, চিন সীমান্তগামী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাও। প্রায় ৭০০টি বিপজ্জনক বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয় সরকার। যোশীমঠে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে আসেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকে একাধিক নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। যোশীমঠের বাসিন্দাদের অভিযোগ, শহরেরই অদূরে চলা এনটিপিসি হাইডেল প্রজেক্টের কারণেই মাটি দ্রুত বসে যেতে শুরু করেছে এই পুণ্য শহরে। পাহাড়ে একের পর এক বিস্ফোরণ, টানেল বোরিং মেশিনের কম্পন পরিস্থিতি দ্রুত সঙ্কটজনক করে তুলেছে। যদিও ঘটনার দায় নিতে অস্বীকার করছেন এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ। বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক বছর ধরেই ২.৫ ইঞ্চি করে বসে যাচ্ছে যোশীমঠ ও তার সংলগ্ন এলাকা। এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে আরও নানা ঘটনা। এর মধ্যে যোশীমঠে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকাকেও দায়ী করা হয়েছে। দায়ী করা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নকেও।

রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় ২৪ দলকে আমন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় ২৪ দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কাশ্মীরে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপনী অনুষ্ঠান মহা সমারোহে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ২৪টি দলকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে এই যাত্রাকে জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা আসলে সম্প্রীতি ও সমতার বার্তা। সেই বার্তাকে শক্তিশালী করতে ৩০ জানুয়ারি শ্রীনগরে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপনী কর্মসূচি হতে চলেছে। ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপন অনুষ্ঠানে ২৪টি দলকে আহ্বান জানিয়ে দলের সভাপতি চিঠি লিখেছেন তিনি। মল্লিকার্জুন খাড়গে এই চিঠিতে লিখেছে, আমরা ঘৃণা ও হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সৎ, সহানুভূতি ও অহিংসার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই। সকলের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ এই চিঠি টুইট করেছেন। সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর হত্যা হয়েছিল। আমরা সেই দিনটিকে বেছে নিয়েছে সমাপনী উৎসবের দিন হিসেবে। মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন ঘৃণা আর হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছেন। আদর্শ নিয়ে লড়াই করে তিনি হিংসার বলি হয়েছিলেন। আমরা সেই দিনটিকে স্মরণ করে বার্তা দিতে চাইছি সারা দেশকে।

সমাপনীতে মহা সমারোহ

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ২৪টি সমমনোভাবাপন্ন দলকে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য আহ্বান জানান। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব চলা এই যাত্রাটি রাজ্যগুলির মধ্য ৩৭৫০ কিলোমিটার পথে বিভিন্ন সম-মনোভাবাপন্ন দল ও সুশীল সমাজ অংশ নিয়েছিল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায়।

রাহুল গান্ধী এই যাত্রায় সমস্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসার বার্তা দিতে চেয়েছেন। নিজের ভাবমূর্তি বিসর্জন দিয়ে তিনি নিজেকে এক উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের সঙ্গে মিসে গিয়েছেন। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পদযাত্রা করে তিনি গোটা ভারতকে জুড়তে চেয়েছেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে সেই যাত্রা শুরু করে ১২টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পেরিয়ে কাশ্মীরে শেষ হবে। ৩০ জানুয়ারি শেষ হচ্ছে তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রা। ১৫০ দিনের যাত্রা ইতিমধ্যে ১৩০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে।

বিজেপির মিছিলে সিপিএমের পতাকা ঘিরে হুলুস্থুল-কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের পর হুগলির হরিটে দেখা গিয়েছিল বিজেপির মিছিলে সিপিএমের পতাকা। আবার সেই হুগলিতে এক মিছিলে উড়ল দুই দলের পতাকা। এবার গুপ্ত সিপিএমের পতাকা উড়ব না, তা নিয়ে জোর বিতর্ক তৈরি হল। মিছিল চলাকালীন স্থানীয় সিপিএম কর্মী মিছিলকারীর হাত থেকে কেড়ে নিলেন পতাকা।

শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের এক সমবায় নির্বাচনে বিজেপি ও সিপিএম একসঙ্গে মিছিল করেছিল। সেখানে দলীয় পতাকা দেখা না গেলেও চেনা মুখ ছিলেন মিছিলে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয়নি বিজেপি-সিপিএমের যৌথ মিছিল। তারপর দুই পক্ষপরবিরোধী রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে একসঙ্গে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল করে হুগলিতে। আবারও সেই হুগলিতেই বিজেপির পদ্ম আর সিপিএমের কাস্তে হাতুড়ি তারাকে একসঙ্গে পত পত করে উড়তে দেখা গেল। এবারের হুগলির সুগন্ধ্যা বিজেপির ডেপুটেশনের মিছিলে সিপিএমের দলীয় পতাকা উড়ল। মিছিল চলাকালীন সেই মিছিল থেকে সিপিএমের পতাকাগুলি কেড়ে নিলেন স্থানীয় এক সিপিএম কর্মী, যা নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক।

বুধবার সুগন্ধ্যা পঞ্চায়েতে বিজেপির ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচিতে দেখা গেল সিপিএমের পতাকাও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দুর্নীতির অভিযোগে সুগন্ধ্যা মোড় থেকে মিছিল করে সুগন্ধ্যা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির বিক্ষোভ-মিছিলে দেখা যায় সিপিএমের পতাকা দেখা উড়তে। বিজেপির মিছিলে সিপিএমের পতাকা দেখে স্থানীয় এক সিপিএম কর্মী শত্রুঘ্ন দাস তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন। যারা হাতে সিপিএমের পতাকা দেখা গিয়েছিল, তাঁরা বলেন আমরা বহুদিন ধরে সিপিএম করি। কিছু না পেয়ে আমরা বিজেপির মিছিলে যোগ দিয়েছি।

স্থানীয় ওই সিপিএম কর্মী শত্রুঘ্ন দাস বলেন, সিপিএমের কোনও মিটিং এ ধরনের সিদ্ধান্ত হয়নি। যারা এইসব ফ্ল্যাগ নিয়ে এসে মিছিল করছে, তাঁরা সিপিএম করার যোগ্য নন। তাঁর দলের কোনও পদেও নেই। আর বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের কোন যোগসূত্রও নেই। তাই আমি নিজের দায়িত্বে এই পতাকা কেড়ে নিয়েছি। আসলে এটা পুরোটাই বিজেপির সাজানো।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মনোদীপ ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কয়েকদিন আগে এটা দাদপুরে হয়েছে, আবার এখানে হচ্ছে। বিজেপি তাদের মিছিলে পরিকল্পিতভাবে ঝান্ডা কুড়িয়ে এনে নিজেদের কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে বলছে সিপিএমকর্মী। তিনি বলেন, এই সমস্ত জিনিস পুরনো হয়ে গেছে। দাদপুরের ঘটনার পর সারা রাজ্যের মানুষ এটা জানে। পুরানো কৌশল তারা আবার সুগন্ধ্যাতে করার চেষ্টা করেছে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ-সহ সিপিএম প্রধানকার বামপন্থী মানুষেরা এই ঘটনায় সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন। আমাদের রাজ্যের রাজনীতিতে এরকম কখনও কালচার ছিল না। এসব বিজেপি করছে। অন্যদিকে বিজেপি হুগলি জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ও সুবিধা ভোগ করছে এবং সেটা নিয়ে দুর্নীতি করছে। যারা তার পাওয়ার কথা তারা বঞ্চিত থাকছে।

কাঁটাতারের ওপারে একদিনের মিলন মেলা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানুষের আবেগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বোধকে দেশ, কাল, সীমানার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। আর তাই কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা এক সমাধি কালের নিয়মে হয়ে ওঠে কছিমুদ্দিন সাহেবের মাজার। অথচ জায়গাটা বাংলাদেশ তো নয়ই, খাতায়-কলমে ভারতবর্ষ হলেও তা যেন সবদিক থেকেই অপাংক্তেয়। তবু হুজুরের মাজারে পা দেওয়ার জন্য দুপুরের মানুষের সেকি আকুতি!

কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের সেউটি-২ গুকারু কুঠির ছাবরি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত এই হুজুর কছিমুদ্দিন সাহেবের মাজার। জায়গাটি বর্তমানে ভারতে হলেও তা কাঁটাতারের ওপারে। অর্থাৎ চাইলেই আর পাঁচটা মানুষ সহজে সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে না। তবে হুজুরের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও ভক্তি থেকে প্রতিবছর ১০ জানুয়ারি দুই দেশের মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে এই মাজার কারণ ওই দিনই প্রয়াত হয়েছিলেন হুজুর কছিমুদ্দিন সাহেব।

২০১৩ সাল পর্যন্ত ১০ জানুয়ারির এই পবিত্র দিনে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষও ওই মাজারে এসে ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতেন একদিনের জন্য গোটা এলাকা পরিণত হত মিলনমেলায়। দুই দেশের মানুষ একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন অন্য দেশে থাকা আত্মীয়র সঙ্গে এই একটা দিনই তারা ভালোভাবে দেখা করতে পারতেন। ব্যবসায়ীরা যে যার দেশের জিনিস বিক্রি করতেন। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে ২০১৪ সাল থেকে এই মাজারে বাংলাদেশের মানুষের আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতীয়রা বিএসএফকে সচিত্র পরিচয় পত্র দেখিয়ে আগের মতই ১০ জানুয়ারি কাঁটাতার পেরিয়ে হুজুর কছিমুদ্দিন সাহেবের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে যান। এবারেও সোমবার ভারতীয়দের ভিড়ে ভরে উঠেছিল কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা মাজার চত্বর।

হুজুর কছিমুদ্দিন সাহেবের মাজারের এই মেলা এবার ৯৯ বছরে পা দিল সামনের বছর তা শতক ছোঁবে। স্থানীয়রা বলেন, হুজুর সাহেব ছিলেন একজন সিদ্ধ পুরুষ। এই গ্রামেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এরপর তাঁর ইচ্ছানুসারে গ্রামেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। যে জায়গাটি দেশভাগের পর ভারতে পড়লেও কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে চলে গিয়েছে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, পির বাবার কাছে প্রার্থনা করলে তা বিফলে যায় না। তাই হুজুর কছিমুদ্দিন সাহেবের প্রয়াণ দিবসে প্রতিবছর বহু মানুষ আসেন এই মেলায়। স্থানীয় শুকারুকুঠি পঞ্চায়েতের প্রধান ও মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা বিষ্ণুকুমার সরকার জানান, "কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে মাজার সংলগ্ন এলাকায় মেলা শুরু হয় সকাল থেকে। চলে বিকেল পর্যন্ত। নিরাপত্তার কারণে এখন আর ওপারের লোকজন মেলায় আসতে পারেন না। তবে ১০ জানুয়ারি কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই মেলায়। গোটা এলাকায় ছিল বিএসএফের কড়া নজরদারি। সচিত্র পরিচয়পত্র দেখানোর পরই মিলেছে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে মাজারে যাওয়ার সুযোগ।"

মেলায় আসা আমজাদ আলি বলেন, "কয়েক বছর আগেও এই মেলায় বাংলাদেশের ইলিশ মিলত। সেই ইলিশ কেনার আশায় অনেকে এই মেলায় আসতেন।" স্থানীয় আরেক বাসিন্দা নুর আলম মিঞা বলেন, "এই মেলায় বাংলাদেশে থাকা আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ মিলত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে পড়ায় এখন তাঁদের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে।" সোমবার মেলায় গিয়েছিলেন দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অনুপম মিত্র। এদিকে প্রশাসনের কাছে স্থানীয় বাসিন্দাদের আবেদন, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেই বাংলাদেশীদেরও হুজুর কছিমুদ্দিন সাহেবের প্রয়াণ দিবসে আয়োজিত মেলায় আসতে দেওয়া হোক। এতে যদি আবার আগের মত মিলন মেলার রূপ ফিরে পেতে পারে।

দিদির চিঠি হাতে নিয়েই মানুষের বাড়ি বাড়ি, সঙ্গী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা। এর পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পৌঁছে যাবেন দিদির দূতরা। এই দূতদের হাতেই থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠি। সেই চিঠি তারা ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেবেন। কী লেখা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই চিঠিতে?

"২০১১ সালে আপনি যখন এই রাজ্যের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির মহান দায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পণ করেছিলেন তখন এই রাজ্য সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে ছিল বিধ্বস্ত, এই রাজ্য হয়ে উঠেছিল নিঃস্ব এবং রাজ্যে দেখা দিয়েছিল এক চরম নৈরাশ্য। তারপর থেকে, সেই গুরুদায়িত্ব যথার্থভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে পালন করার জন্য আমি নিরন্তর নিরলস চেষ্টা করেছি। প্রতিটি মুহূর্ত এই স্বপ্ন দেখে এগিয়ে চলেছি যে, রাজ্যের প্রতিটি অংশের মানুষ যেন নিরাপদে, সুস্থভাবে এবং আনন্দে জীবন-যাপন করতে পারে।" যদিও বাম-বিজেপি-কংগ্রেস একযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিঠির বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও উল্লেখ করেছেন, "বাংলার জন্য আমি যে স্বপ্ন বুনেছিলাম, সেই স্বপ্নই আমাকে এমন কিছু প্রকল্প আনতে অনুপ্রাণিত করেছে যাতে আপনার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেন সুরক্ষা বেষ্টনীতে আবৃত থাকে। সেই লক্ষ্যে আমি শিক্ষা থেকে চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে আবাসন এবং খাদ্য থেকে সামাজিক সুরক্ষা—এই সবকটি ক্ষেত্রেই এমন কিছু প্রকল্প তৈরি করেছি যা আপনার জীবনকে একটি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্যে রাখতে পেরেছে, তা হল আমার 'সুরক্ষা কবচ'। এই সুরক্ষা কবচের মধ্যে ১৫টি মূল প্রকল্প রয়েছে যা আপনার জীবনের সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য আগে থেকেই অক্লান্ত পরিষেবা দিয়ে আসছে। এই সুরক্ষা কবচ-বাংলার সকল বাসিন্দাকে নিরাপদ রাখার জন্য আমার প্রচেষ্টার একটি স্বীকৃতি এবং উন্নয়নের অগ্রগতির সাক্ষ্য।

বিরোধীদের বক্তব্য, সামাজিক প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লাভ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিতে লিখেছেন, "আপনি এবং আপনার পরিবার আমার সুরক্ষা কবচের আওতায় যে সদা সুরক্ষিত আছেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমি আমার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে আমার দূত আপনার বাড়িতে প্রেরণ করছি। আমি অনুরোধ করছি, আপনি তাঁকে বা তাঁদেরকে আপনার বহু মূল্যবান সময় দিয়ে সাহায্য করবেন এবং যদি আপনার কোনও প্রশ্ন, কোনও অভাব-অভিযোগ বা কোনওরকম সমস্যা থাকে, তবে তা অনুগ্রহ করে আমার দূতকে জানিয়ে দেবেন। আমি পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনার সমস্ত অভাব-অভিযোগ আমি ব্যক্তিগত স্তরে শুনব এবং তা সমাধান করব।"

তবে দিদির চিঠি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়া সত্ত্বেও, প্রায় সর্বত্রই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে গিয়ে তার কাছে নানা অভিযোগ করে। তবে তা ইতিবাচকভাবেই নিয়েছেন তিনি। আবার মুর্শিদাবাদের জেলা সভাপতি আবু তাহেরকে দিদির দূত হিসেবে গেলে তাকে অস্বস্তিতে পড়তে হয় আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে।

শীতের ভোরে মানুষের কথা শুনতে গ্রামে হাজির 'দিদির দূত'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে আগে নতুনভাবে জনসংযোগ বাড়াতে গ্রামে গ্রামে হাজির ঘাসফুল নেতারা। প্রবল শীতে সাতসকালে 'দিদির দূত' কর্মসূচি পালন করতে এলেন এগরা বিধায়ক তরুণকুমার মাইতি। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কর্মসূচি পালনে মাঠে-ময়দানে নেমে পড়ছেন তাঁরা।

বুধবার সকালে এগরা ১ ব্লকের বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দেন এগরা বিধায়ক তথা কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ কুমার মাইতি। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ প্রথমে বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি মহাদেবের মন্দিরে পুজো দেন। তারপর গ্রামের বাসিন্দাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা খোঁজ খবর নেন বিধায়ক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি এগরার বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতি বলেন, গত ২ রা জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন 'দিদি সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচি পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ে এই কর্মসূচি শুরু করলাম। এই কর্মসূচি দু'টি পর্বে চলবে। প্রথমে জেলা পরিষদের সভাপতি, সাংসদ ও বিধায়ক যাবেন। তারা তৃণমূল কর্মী বাড়ীতে রাত্রি যাপন করবেন। এরকম করে ৭ দফা কর্মসূচি পালন করে দেবেন। উল্লেখ্য, আজ থেকে শুরু হয়েছে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা প্রত্যেক অঞ্চলে পৌঁছে যাবেন 'দিদির দূত'রা। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে শুনবেন মানুষের কথা। মানুষ যা পেয়েছেন সেটা যেমন লেখা হবে, তেমন না পাওয়ার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। তৈরি করা হবে লিস্ট। দলের কর্মীর বাড়িতে তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে রাতের খাবার।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৬০৬২

পৃথিবী প্রবেশ করছে নতুন কক্ষপথে

সূর্যের আগুনে ছবি শেয়ার নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবী নতুন কক্ষপথে প্রবেশ করতেই সূর্যের যে ছবি ধরা পড়ল নাসার ক্যামেরায়, তা দেখলে আঁতকে উঠবেন আপনিও। পৃথিবী নয়া কক্ষপথে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসার টেলিস্কোপে বন্দি একটি ছবি শেয়ার করেছেন বিজ্ঞানীরা, যা এককথায় শ্বাসরুদ্ধকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাসার শেয়ার করা ছবিতে সূর্যকে আদতে একট জ্বলন্ত অগ্নিপণ্ড বলে

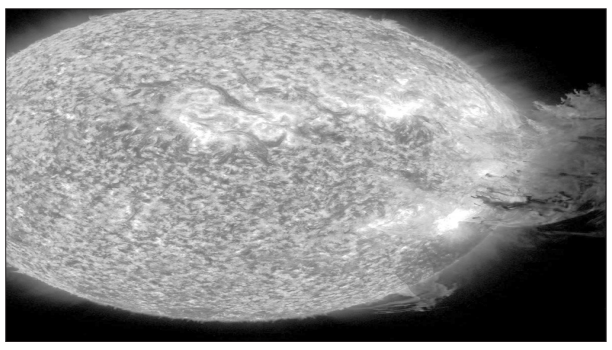

মনে হচ্ছে। সূর্য থেকে শক্তিশালী সোলার ফ্লেয়ার এমনভাবেই নির্গত হচ্ছে যে, আচমকাই মনে হবে সৌর শিখার বিস্ফোরণ হয়েছে। এখনই তা ছড়িয়ে পড়বে সৌরমণ্ডলে। নাসা জানিয়েছে, সৌর শিখার এই বিস্ফোরণের প্রভাব পড়বে পৃথিবীতে।

নাসা জানিয়েছে, সৌর বিস্ফোরণের ফলে নির্গত এই অগ্নিশিখা রেডিও যোগাযোগ, বৈদ্যুতিক পাওয়ার গ্রিড এবং নেভিগেশন সংকেতকে প্রভাবিত করতে পারে। এবং মহাকাশযান ও মহাকাশচারীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই নাসার তরফে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তা প্রতিকারের উপায় এখনও অধরা। নাসা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সূর্যের বয়স ৪.৫ বিলিয়নেরও বেশি। যেহেতু আমরা আমাদের সূর্যের চারপাশে একটি নতুন কক্ষপথে প্রবেশ করেছি। তাই সূর্যের এক অন্যরূপ আমরা এবার দেখতে পাবো। এবং তার ফলে প্রভাবিতও হব। সূর্যের চারপাশে পৃথিবী যে কক্ষপথে এখন বিরাজ করছে তা ৯৩ মিলিয়ন মাইল বা ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে।

সূর্য মহাজাগতিকভাবে মধ্যবয়সে বিরাজ করছে। এই হলুদ বামন নক্ষত্রটি গতিশীল এবং সদা পরিবর্তনশীল। প্রকৃতি ক্রমাগত সৌরজগতে শক্তি প্রেরণ করে। বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের সবথেকে প্রাচীন জিনিসগুলি দেখে সূর্যের বয়স অনুমান করতে পারেন, যা সূর্যের সঙ্গে একই সময় গঠিত হয়েছিল। সূর্য আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে। ৮৬৫ হাজার মাইল প্রশস্ত একটি কোর, যা ২৭ মিলিয়ন ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় পৌঁছয়। আমাদের সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ আমাদের সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম মহাকাশের ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত সমস্ত জিনিসকে একত্রে ধরে রাখে।

নাসার তরফে একটি ক্যাপশনে যোগ করা হয়েছে, মহাকাশযানের বহর সূর্যকে ২৪/৭ পর্যবেক্ষণ করে। হেলিওফিজিক্স নামে পরিচিত বিজ্ঞানের একটি শাখায় নক্ষত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে। নাসা জানিয়েছে, মহাকাশযান এই চিত্রটি নিয়েছে সোলার ডায়নামিক অবজারভেটরি থেকে। এই সোলার ডায়নামিক অবজার্ভেটরি ভূ-সিঙ্ক্রোনাস প্যাটার্নে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। নয়া কক্ষপথে পৃথিবীর রেডিও অ্যান্টেনার দৃষ্টিতে থাকে মহাকাশযানটি। এটি বছরে দুবার গ্রহণ ঋতুতেও প্রবেশ করে, যখন মহাকাশযানটি দিনে ৭২ মিনিট পর্যন্ত পৃথিবীর পিছনে চয়ে যায়। তখন পৃথিবীর ছায়া দিয়ে সূর্যকে অস্পষ্ট করে।

কল্পনাকেও হারমানায় এই দৃশ্য। আইসল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ক্যামেরায় তৈরি যেন এক নক্ষত্রমণ্ডল।

৫০ হাজার বছর পরে ধেয়ে আসছে বিরাট ধূমকেতু

খালি চোখে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫০ হাজার বছর পরে ধেয়ে আসছে এক বিরাট ধূমকেতু। যে ধূমকেতু এবার খালি চোখে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। সম্প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন ৫০ হাজার বছর আগে বিশালাকার ধূমকেতুর পুনরাগমনের বার্তা। এই ধূমকেতু এখন ধেয়ে আসছে পৃথিবীর পাশ দিয়ে।

এই ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয়েছে 'সি/২০২২ ই৩ (জেডটিএফ), উইকি ট্রানজিয়েন্ট ফ্যাসিলিটির'। এটিকে পৃথিবীর কাছে দেখা যাবে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ধূমকেতুটি। অন্ধকার রাতের আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান হতে পারে এটি। ৫০ হাজার বছর পর প্রথমবারের মতো পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ধূমকেতুটি। এই ধূমকেতু ২০২২ সালের মার্চ মাসে ওয়াইড ফিল্ড সার্ভে ক্যামেরা ব্যবহার করে প্রথম দেখা গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে ধূমকেতুটি এবার পৃথিবীর কাছে এসেছে। ধূমকেতুটি আবিষ্কারের পর থেকে যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়েছে। তবে টেলিস্কোপ ছাড়া দেখতে এখনও খুব ম্লান। নাসা গত মাসের শেষের দিকে তা বলেছিল।

ধূমকেতুটি সূর্যের সবথেকে কাছে

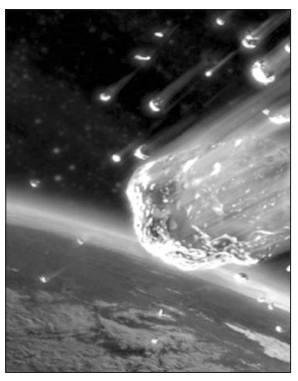

আসে ১২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর সবথেকে কাছাকাছি আসবে। যদিও ধূমকেতুর উজ্জ্বলতা অস্পষ্ট। নাসা বলছে, যতদিন যাবে তা স্পষ্ট হবে। এবং তা খালি চোখে দৃশ্যমান হতে পারে অন্ধকার রাতের আকাশে। শহরের আলো বা চাঁদের আলো থাকলে তা সুস্পষ্ট হবে না। আলোর আকাশের দৃশ্যমানতায় ওই ধূমকেতু স্পষ্টভাবে দেখা যাবে না। অস্পষ্ট লাগবে। বরফ ও ধউলো দিয়ে তৈরি ধূমকেতুটির একটি সূক্ষ্ম টেলিস্কোপিক চিত্র ধরা পড়েছে। সেখানে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে একটি সবুজ রেখা। এই ঘূমকেতুর ব্যস প্রায় এক কিলোমিটার। প্যারিস অবজার্ভেটরিতে জ্যোতির্পদার্থবিদকে উদ্ধৃত করে এই কথা জানানো হয়েছে সংবাদ সংস্থার তরফে।

ধূমকেতু 'সি/২০২২ ই৩ (জেডটিএফ), উইকি ট্রানজিয়েন্ট ফ্যাসিলিটির' আকার শেষ যে ধূমকেতুটি ২০২০ সালের মার্চ মাসে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা গিয়েছিল, তার থেকে উল্লেখ যোগ্যভাবে ছোটো। যদিও ধূমকেতুটি প্রায় ৫০ হাজার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো পৃথিবীর পাশ দিয়ে ছুটবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক টমাস প্রিন্স বলেন, ধূমকেতুটি পরবর্তী সৌরজগতে পৌঁছতে আরও ৫০ হাজার বছর সময় লাগবে। প্যারিস অবজার্ভেটরিতে জ্যোতিপদার্থবিদ নিকোলাস বিভার অবশ্য বলেন, ধূমকেতুটি এবার সৌরজগৎ থেকে পাকাপাকিভাবে নির্গত হবে। ধূমকেতুটি এখন উন্মুক্ত প্যারাবোলিক কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। ফলে এটি আর কখনও ফিরে আসবে না, গভীর মহাকাশে চলে যাবে।

নাসার পুরনো উপগ্রহটি মহাশূন্য থেকে আছড়ে পড়বে !

শেষ ৩৮ বছরের মহাকাশ-যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩৮ বছরের মহাকাশ-যাত্রা শেষ হতে চলেছে। এবার যে কোনও দিন নাসার পুরনো উপগ্রহটি মহাশূন্য থেকে আছড়ে পড়বে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সপ্তাহান্তেই মহাশূন্যে নিজের অবস্থান থেকে খসে পড়বে নাসার উপগ্রহটি। উল্লেখ্য, এই উপগ্রহটি আগেই অবসর নিয়েছিল তার কাজ থেকে।

এবার নিজের অবস্থান থেকে সরে আসার সময় হয়ে গিয়েছিল নাসার ৩৮ বছরের পুরো উপগ্রহটি। প্রায় চার দশক ধরে এটি মহাকাশ সংক্রান্ত নানা তথ্য সরবরাহ করেছে। এবার তার কাজ শেষ হয়েছে, শরীরও সায় দিচ্ছে না, তা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে নাসার এই উপগ্রহ। তবে মহাকাশ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কার উপর পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই ধ্বংসপ্রাপ্ত উপগ্রহটির। নাসা জানিয়েছে, ৫৪০০ পাউন্ড বা ২৪৫০ কিলোগ্রাম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে পুনঃপ্রবেশের সময় পুড়ে যায় সাধারণত। কিছু টুকরো অবশিষ্ট থাকে। সেটুকু কোনও কোনও সময় আঘাত করতে পারে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আশা করছে, রবিবার রাতে তা নেমে আসবে মহাকাশ থেকে। নাসার প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছনোর পর ১৭ ঘণ্টা সময় লাগবে তা নেমে আসতে। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যারোস্পেস কর্পোরেশন জানিয়েছে, আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলির উপর দিয়ে যাওয়া একটি ট্র্যাক বরাবর সোমবার সকালের মধ্যে নামতে পারে।

আর্থ রেডিয়েশন বাজেট স্যাটেলাইট, যা ইআরবিএস নামে পরিচিত স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার ১৯৮৪ সালে চালু হয়েছিল। যদিও এর প্রত্যাশিত কর্মজীবন ছিল দুই বছর, স্যাটেলাটটি ২০০৫ সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত ওজোন এবং অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় পরিমাপ করতে শুরু করে। তারপরও এতদিন কাজ করে গিয়েছে স্যাটেলাইটি। উপগ্রহটি নিয়ে গবেষণায় জানা গিয়েছে কীভাবে পৃথিবী সূর্য থেকে শক্তি শোষণ করে এবং বিকিরণ করে। বর্তমানে এটি সেই কার্যপ্রণালী ঠিকঠাক করতে পারছে না। মহাকাশে আমেরিকার প্রথম মহিলা নভশ্চর স্যালি রাইড শাটলের রোবট বাহু ব্যবহার করে কক্ষপথে স্যাটেলাইটটি ছেড়ে দেন। সেই একই মিশনে মার্কিন মহিলার প্রথম স্পেসওয়াক ছিল এটি। মহাকাশ বিজ্ঞানী ক্যাথরিন সুলিভান তা জানান সম্প্রতি।

উল্লেখযোগ্যভাবে এটি প্রথমবারের মতো দুই মহিলা মহাকাশচারীর একসঙ্গে মহাকাশে উড়েছিল। রাইডারের জন্য দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত মহাকাশ ফ্লাইট ছিল এটি। যিনি ২০১২ সালে মারা যান। আর তাদের পাঠানো উপগ্রহ কাজ করছিল এতদিন। মাত্র ২ বছরের মেয়াদে পাঠানো হয়েছিল, তা ৩৮ বছর কাজ করে ফিরছে।

ব্রেভিসের কাছ থেকে 'নো লুক শট' শিখতে চান সূর্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব তাঁর খেলার উন্নতির জন্য অনেক কিছু শিখতে আগ্রহী। তাঁর ৩৬০ ডিগ্রি শট দেখে ক্রিকেট বিশ্ব চমকে গিয়েছে। তবে এবার তিনি ব্রেভিসের কাছ থেকে 'নো লুক শট' শিখতে চান। সূর্যকুমার যাদব নিজের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সতীর্থ ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের সঙ্গে একটি কথোপকথনে এই আবদার করে বসেছেন। দলের তরুণ ব্যাটসম্যানের কাছে ভারতীয় ক্রিকেটার 'নো লুক শট' শেখার আবদার করে ভারতীয় দলের স্কাই জানান তিনি ব্রেভিসের মতো সেই শটটি খেলতে চান। সূর্যকুমার যাদব আরও জানিয়েছেন যে তিনি সময়ে সময়ে ব্রেভিসের মতো শট খেলার চেষ্টা করেন। এর জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ব্যাটসম্যান বলেছিলেন যে তিনি এই শটটি সূর্যকুমার যাদবকে শেখাবেন তবে বিনিময়ে তাঁকে ব্রেভিসকে কিছু শট শেখাতে হবে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে, যাতে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের একটি আড্ডার ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়। এই ভিডিয়োতে দেখা যায় ব্রেভিসকে সূর্য বলছেন, 'তুমি যেভাবে ব্যাট করছো আমি সেভাবে খেলতে চাই। আমাকে তুমি নো লুক শট শিখিয়ে দিও।'

এবার ব্রেভিস বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাকে এই শট শেখাব। এটা আমার জন্য একটি সম্মানের হবে। কিন্তু বিনিময়ে তোমাকেও আমাকে কিছু শট শেখাতে হবে। আমি তোমাকে একটি মজার জিনিস বলতে চাই। আমার নো লুক শট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। এটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। আমি জানি না এটা কীভাবে হয়। আমার মনে হয় যখনই মাথা নীচু করে ভাবি, তখনই শটটা খুব ভালো খেলা হয়।'

ভারতীয় ব্যাটসম্যানের প্রশংসা করে ব্রেভিস বলেন, 'বিশ্বকাপে তুমি যা অর্জন করেছো তা বিস্ময়কর। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে এমন খেলেছো। এটা শুধু একটা ম্যাচের ব্যাপার নয়। রানের গড় বেশি ছিল, স্ট্রাইক রেট বেশি ছিল এবং প্রচুর রানও করেছো তুমি । এক নম্বর ব্যাটসম্যান হওয়ার জন্য অভিনন্দন। এটা সত্যিই একটি বিস্ময়কর জিনিস। আমি যদি সত্যি বলি, আমি শুধু তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে চাই।'

৫৭ বলে ১৬২ রান করার জন্য বিশ্ব এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান সূর্য তরুণ ব্রেভিসের প্রশংসা করেছেন। সূর্য বলেছেন, 'শেষবার আমি দেখেছিলাম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৫০-৫৫ বলে ১৬০-১৬৫ রান করেছিলে। তাই এখন ওয়ানডেতে ১০০ বলের কাছাকাছি ব্যাট করার সুযোগ পেলে কি ট্রিপল সেঞ্চুরি করবে।'

এর উত্তরে ব্রেভিস বলেন, 'এটা আমার জন্য অন্য একটি সাধারণ দিনের মতো ছিল। এই মাত্র ঘটেছে. আমি বুঝতে পারিনি যে আমি সেই মুহূর্তে কি করছিলাম, মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ঘটে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে আমি নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে আমার সতীর্থকে বলেছিলাম যে আমি প্রতিটি বলে ছক্কা মারার চেষ্টা করব। আমি জানি না এটা একটা নির্দিষ্ট ইনিংস ছিল কিনা, তবে আমি অবশ্যই বলব যে তুমি (সূর্যকুমার) যা অর্জন করেছেন তা অবিশ্বাস্য। সূর্যকুমারের সেঞ্চুরির সুবাদে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার সামনে ২২৯ রানের লক্ষ্য রেখেছিল ভারত। সূর্য ৫১ বলে ১১২ করা ছাড়াও শুভমন গিল ৩৬ বলে ৪৬ রান, রাহুল ত্রিপাঠি ১৬ বলে ৩৫ রান এবং অক্ষর প্যাটেল নয় বলে অপরাজিত ২১ রান করেছিলেন। জবাবে শ্রীলঙ্কা দল ১৬.৪ ওভারে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায়। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন আর্শদীপ সিং।

মেসির কাছে শোচনীয় হার এমবাপের !

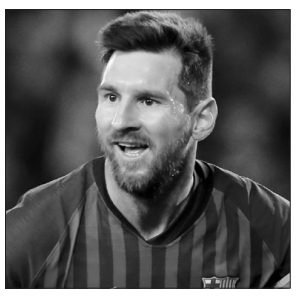

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফাইনালে দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। আটকাতে পারেনি এমবাপের হ্যাটট্রিকও। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের ইতিহাস এবং পরিসংখ্যান বিভাগ এবার ২০২২ ক্যালেন্ডার বর্ষের সেরা ফুটবলার হিসাবে বেছে নিল লিওনেল মেসিকেই। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি এখানেও টেক্কা দিলেন এমবাপে। যিনি বর্ষসেরাদের তালিকায় দুই নম্বরে রয়েছেন। বছরের সেরা ফুটবলার হিসাবে মেসির প্রাপ্ত পয়েন্ট ২৭৫। বিশ্বকাপের ফাইনালে জিওফ হার্স্টের পর দ্বিতীয় হ্যাটট্রিককারী হিসাবে ইতিহাস গড়া কিলিয়ান এমবাপে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে (৩৫)। এরপরে যথাক্রমে রয়েছেন করিম বেঞ্জেমা (৩০), লুকা মদ্রিচ (১৫) এবং এরলিং হালান্ড (৫)।

২০২২-এ মেসির নামের পাশে ৬৫ গোলের অবদান। ক্লাব এবং দেশের জার্সিতে গোলসংখ্যা ৩৫টি। এসিস্ট রয়েছে ৩০ টিতে। সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে মেসি সাত গোল করেন। তিনটে গোলের ক্ষেত্রে সহায়তাও তাঁর। দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্স করে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় বার গোল্ডেন বলের মালিকও হয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কিংবদন্তি। এর আগে ২০১৪-য় মেসি গোল্ডেন বল পেলেও জার্মানির কাছে ফাইনালে হারতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকে।

বুধবার মেসি পিএসজিতে পা রাখতেই তাঁকে ক্লাবের ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফরা স্বাগত জানান। বিশ্বকাপ জয়ের পর মেসিকে ১০ দিনের অতিরিক্ত ছুটি দিয়েছিল প্যারিসের ক্লাবটি। জয়ের সেলিব্রেশন পর্ব সেরে মেসি সদ্যই পা রেখেছেন প্যারিসে। বিশ্বকাপ জয়ের পর মেসি ক্লাবের দুটো খেলা মিস করেছেন। এর মধ্যে একটিতে স্ট্রসবার্গের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি গোলে কোনওরকমে জেতে পিএসজি। শেষ ম্যাচে লেন্সের বিপক্ষে ১-৩ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে পিএসজি।

ভাঙা ধনুকে স্বপ্নভঙ্গ

সোনা জয়ী তিরন্দাজ আজ স্টেশনে চা বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা ভাঙা ধনুক-ই স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াল তিরন্দাজ দীপ্তি কুমারির কাছে। মেয়েকে পেশাদার তিরন্দাজের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেওয়ার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে নেওয়া মায়ের ঋণের টাকা শোধ করতে এখন রাঁচিতে চায়ের দোকান চালান দীপ্তি। অচিরেই ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের দিকে ফিরে তাকিয়ে উদাসীন নয়নে তিনি বলছিলেন, ''২০০৬ সালে আমি তিরন্দাজি শুরু করি এবং একাধিক জাতীয় টুর্নামেন্টেও অংশ নিই।'' ২০১২ সালে দীপ্তি কুমারী ক্যাডেট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে ৬০ মিটারে সোনা জেতেন, ৫০ মিটারে ব্রোঞ্জ এবং ৩০ মিটারে রূপো ধরা দেয় তাঁর কাছে। দীপ্তি বলেন, ''ওই সময়েই আমার ধনুক ভেঙে যায়।'' তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বাবা-মায়ের পক্ষে নতুন একটি ধনুক কিনে দেওয়া সম্ভব ছিল না কারণ তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ঝাড়খণ্ডের লোহারডাগা জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে তাঁর মা ৭ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন যার থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল ওই ভেঙে যাওয়া ধনুকটি কেনার জন্য।

ধনুক ভাঙলেও মন ভাঙেনি দীপ্তির। ২০১৮ পর্যন্ত নিজের স্বপ্নকে তাড়া করে বেড়িয়েছেন। বাঁশের ধনুক তৈরি করে বিভিন্ন ঘরোয়া প্রতিযোগিতা, যার মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল জুনিয়র এবং ন্যাশনাল সিনিয়র লেভেলে অংশ নেন তিনি এবং পদকও জেতেন। কিন্তু কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর জন্য কারণ আন্তর্জাতিকমানের প্রতিযোগিতায় বাঁশের তৈরি ধনুকেও কোনও জায়গা নেই। দীপ্তিকে যিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সেই 'গুরু' জানিয়েছেন, যথেষ্ট প্রতিভাবান ও এবং যদি সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে

ভালো পারফর্ম করবে। দীপ্তি বলছিলেন, ''আমি এখনও লক্ষ্য মিস না করে তাতে আঘাত হানতে পারি। আমি যদি একটা চাকরি পাই তা হলে আমার পরিবারকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারি এবং পদকও আনতে পারি।''

দীপ্তি জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সরকারের কাছে তিনি চাকরির আবেদন করেছিলেন যখন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু এখনও কোনও চাকরির ফোন আসেনি তাঁর কাছে। তিনি বলেছিলেন, ''আমার কাছে আর কোনও উপায় নেই, টাকা উপার্জনের কোনও রাস্তা খুঁজে বের করা ছাড়া, আমি বিগত দুই বছর ধরে এখানে চা বিক্রি করছি।''

লিগামেন্টের চোট সারতে তিন-চার মাস পন্থ কি খেলতে পারবেন বিশ্বকাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গাড়ি দুর্ঘটনায় ডান পায়ের হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল ঋষভ পন্থের। মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে তার। অস্ত্রোপচার করেছেন ডাক্তার দীনশ পারদিওয়ালা এবং তাঁর টিম। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে এখনও সুস্থ হতে দীর্ঘ দিন সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে। ২৫ বছরের তারকার অ্যান্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এবং মিডিয়াল কোলেটরাল লিগামেন্টে দু'টি টিয়ার রয়েছে। দেরাদুন থেকে যখন পন্থকে মুম্বইতে এয়ারলিফট করে নিয়ে আসা হয়েছিল, বিসিসিআই-এর সূত্র জানিয়েছিল, পন্থের এই চোট সারিয়ে উঠতে এখন চার মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে। সেই সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে, 'শুধুমাত্র যদি এসিএল ছিঁড়ত, তবে তুলনামূলক ভাবে দ্রুত সুস্থ হওয়ার কথা ভাবা যেত। কিন্তু এমসিএল টিয়ারও হয়েছে, তাই সময় বেশি লাগবে। পন্থ যেহেতু একজন উইকেটরক্ষক, তার কাছে এমসিএলের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওকে ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময়ে সারাক্ষণ ঝুঁকে থাকতে হয়। এবং পাশে সরতে হয়, লাফাতে হয়।' 'এখনও পর্যন্ত পন্থের প্রাথমিক ফোকাস হচ্ছে, অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য সময় মতো ফিট হওয়া। ওকে রিহ্যাবের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিছু ম্যাচ খেলতে হবে। এবং নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। লিগামেন্ট তিন-চার মাসের মধ্যে সেরে যেতে পারে। তবে পুরো ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে ওর আরও সময় লাগবে।'

নিজের 'ঘরের কোর্টে' টেনিসকে বিদায় জানাবেন সানিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবাই ডিউটি ফ্রি টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের পর পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানাবেন ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। দুবাই ডিউটি চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট আগামী মাসে খেলা হবে। আসলে, সানিয়া মির্জা গত বছর ইউএস ওপেনের পরে পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে তিনি চোটের কারণে টুর্নামেন্টে খেলতে পারেননি, তারপরে তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। সানিয়া মির্জার টেনিস ক্যারিয়ারটা দর্শনীয়। টেনিস কোর্টে অনেক শিরোপা জিতেছেন এই খেলোয়াড়।

এই ভারতীয় টেনিস তারকা তার পেশাদার ক্যারিয়ারে ৬ টি বড় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। সানিয়া মির্জা ৩ বার ডাবলস এবং ৩ বার মিক্সড ডাবলসের শিরোপা জিতেছেন। এই মাসে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সানিয়া মির্জা তার কাজাখস্তানের সঙ্গী আনা দানিলিয়ার সাথে কোর্টে হাজির হবেন। উল্লেখ্য, সানিয়া মির্জা গত প্রায় ১০ বছর ধরে দুবাইতে বসবাস করছেন। দুবাইতে সানিয়া মির্জার প্রচুর ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে। এভাবেই ভক্তদের মাঝে তার টেনিস কেরিয়ারকে বিদায় জানাবেন সানিয়া মির্জা। সানিয়া বর্তমানে দুবাই ওয়ার্ল্ড টেনিস লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সানিয়া টুর্নামেন্টের মহিলা ডাবলস বিভাগেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

২৫তম স্থানে থাকা সানিয়া কাজাখস্তানের আনা দানিলিনার সঙ্গে ১১ তম স্থানে রয়েছেন। প্রাক্তন ডাবলস নম্বর ১ সানিয়া মির্জা ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া দুবাই টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেই পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করেছেন। সানিয়া বলেছেন, 'ডব্লিউটিএ ফাইনালের পরই আমি থামতে চেয়েছিলাম, কারণ আমরা ডব্লিউটিএ ফাইনালে উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইউএস ওপেনের ঠিক আগে আমি আমার কনুইতে চোট পেয়েছিলাম। তাই আমাকে সবকিছু থেকে সরে আসতে হয়েছিল। সত্যি বলতে, আমি যে ব্যক্তি, আমি আমার নিজের শর্তে কিছু করতে পছন্দ করি। আমি আঘাতের কারণে বাধ্য হতে চাই না। তাই আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। পরিকল্পনাটি হল দুবাইতে দুবাই ডিউটি ফ্রি টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ চেষ্টা করব অবসর নেওয়ার।'

সানিয়া মির্জা বলেন, 'আমি ৩৬ বছর বয়সী, এবং সত্যই আমার শরীর আর পারবে না। এটিই অবসরের প্রধান কারণ। এবং আমার মনের মধ্যে মানসিকভাবে আর লড়াই করার ক্ষমতা নেই। আমি ২০০৩ সালে পেশাদার হয়েছিলাম। জীবনের সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তন হয় এবং এখন আমার জীবন প্রতিদিন আমার শরীরকে আর সেই দিকে ঠেলে দেয় না।' চার বছর বয়সী ছেলে ইজহানের মা, মির্জা সম্প্রতি দুবাইতে একটি টেনিস অ্যাকাডেমি চালু করেছেন, যা ইতিমধ্যে তিনটি স্থানে কাজ করছে এবং আগামী সপ্তাহে আরও দুটি অ্যাকাডেমি খোলার উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। সানিয়া মির্জা বলেন, 'আমরা টেনিসকে মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটা করার চেষ্টা করছি এবং এটিই সত্যিই পরিকল্পনা করব।'

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:08, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111